যাদুকরী

শ্রীশ্রীপার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।

উৎসর্গ-পত্র।

মহামহিমান্বিত বর্দ্ধমানাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্ মহাতাব

বাহাদুর শ্রীশ্রীকরকমলেষু।

রাজন্!

আমার "যাদুকরী"র দ্বিতীয় অভিনয়-রাত্রে ষ্টার রঙ্গভূমির রাজাসনে আপনি স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া নাট্যশালার শোভাবর্দ্ধন ও অভিনয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে আপনার মহন্নামে উৎসর্গ করিবার অনুমতিও অনুকম্পা-পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন। আমার ক্ষুদ্র জীবনের এই সৌভাগ্য-পূর্ণ ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার আশায় "যাদুকরী"কে আপনার শ্রীকরকমলে অর্পণ করিলাম; আপনি নানা রাজ-গুণে বিভূষিত, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী, তাই ভরসা যে এই সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা রাজ-চক্ষে উপেক্ষিত হইবে না।

ষ্টার থিয়েটার,
কলিকাতা,
১৫ই পৌষ ১৩০৭।

একান্ত অনুগৃহীত,
শ্রীঅমৃতলাল বসু।

পঞ্চরং এর পাত্র-পাত্রিগণ।

পুরুষ।

অবলাসিংহ ... ... পাহাড় দ্বীপের রাজা।
হরদমসিংহ ... ... প্রতিবেশী অন্য রাজ্যের অধিপতি।
প্রেমচাঁদ ... ... উজীর।
দৈত্য।
তিনকড়ি ... ... জেলে।
শম্বর ... ... কাফ্রি ভৃত্য।

পারিষদ্গণ।

স্ত্রী।

তড়িতাসুন্দরী ... ... অবলাসিংহের রাণী (যাদুকরী)।
সোণালী ... .. তড়িতার সখী।

অপ্সরিগণ, সখিগণ, মৎস্যকুমারী।

প্রস্তাবনা।
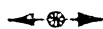
চন্দ্রলোক।

অপ্সর ও অপ্সরী।

অপ্সর।— (গীত)

বোলো লালপরী বোলো লালপরী।
ক্যায়সে কোন খেল্‌মে আজু রাত গুজারি॥

অপ্সরী।— আরে ওস্তাদ হ্যায় তু, তুঝে হাম কেয়া বাতাই।
কোন এলেম না মালুম তুমহে তুসে ক্যা ছিপাই॥

অপ্সর।— চাঁদ ছোড়্‌কে চলো তব দুনিয়া পর উতারি।
দুনিয়াক্যা দস্তুর তুমহে দেখায় জেরা পিয়ারী॥
যাদুগীর হ্যায় ইঁহ···এক পাহাড় টাপুকে রাণী।
চেলা বনায়া কালাদেও কিয়া মেহেরবাণী॥
ছলা ছিনালী ভালা শিখা হ্যায় যোড়ি দেখা নেহি।
খসমকে চসম পর চালাওঁয়ে গোলামসে আশনাই।

অপ্সরী।— দুনিয়াকা হাওয়া কড়া হ্যায়

হুঁয়া ক্যায়সে যায়ুঙ্গি ম্যাঞ্ঞ।

শ্বাস না বহতি, কাঁচোরি কসতি,

চমকৃতি আপ তাপ কি রোশনাই॥

অপ্সর।— ডরক্যা তেহারি পিয়ারী

যাঁহা হাম রহেঙ্গে জানি॥

ছাতিপর ছাতি মিলায়েঙ্গে আঁখোপর আঁখি।

পঙ্খীসে উড়ালেওয়াঙ্গে হর্‌গুল্‌সে হাওয়া তেরি লিয়ে।

উভয়ে।— চলো দুনিয়া পর উড় চলোঁ,

চলো দুনিয়া পর উড় চলোঁ,

ও মেরি পিয়ারী, মেরি পিয়ারী, মেরি জানকি পিয়ারী,

মেরি দিলকি পিয়ারী, মেরি কলিজা কি পিয়ারী॥

যাদুকরী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

(রাজা অবলাসিংহ ও রাণী তড়িতার প্রবেশ)

অবলা। বলি প্রিয়ে।

তড়িতা। কি বলছো রাজা ?

অবলা। বলি ও প্রিয়ে।

তড়িতা। ভাল জ্বালাতন করেছ, দিন নেই রাত নেই [illegible]র ঘড়ি প্রিয়ে প্রিয়ে প্রিয়ে।

অবলা। বলি প্রিয়ে, ওহে প্রিয়ে, প্রিয়ে হে।

তড়িতা। কি হুকুম ?

অবলা। এই বুঝি উত্তর !

তড়িতা। উত্তর নয়তো কি।

অবলা। তা নয়—এই কি প্রেমের উত্তর ?

তড়িতা। তোমার প্রেমের মতন আমার প্রেমে অত উত্তর

ইনী তা নয়, আমি অমন মিঠে কড়া

'লে ডাকলুম, তোমাকেও একটু মিহি

দিতে হয়; বলতে হয় জীবনাধিক।

, তোমার জীবনেই ধিক।

অবলা। আহাহা ব্যাকরণটা বুঝলে না, জীবনা—ছিল ধিক, জীবনাধিক; ভাল না হয় বল প্রাণেশ্বর।

তড়িতা। আমার প্রাণখানা কি দুধের কড়া যে প্রেম-ঘুঁটের আঁচে তুমি তার উপর সর পড়ে আছ।

অবলা। মরি মরি জীবনময়ী, তুমি আমার দুধের কড়াই বটে; বয়সকালে যদি আফিং ধরি, তা হোলে তোমার ভরসাতেই ধরবো।

তড়িতা। মহারাজ তুমিতো খুব রসিক।

অবলা। প্রিয়ে তুমিওতো খুব বুদ্ধিমতী—ঝাঁ চিনে ফেলেছ, আচ্ছা প্রিয়ে তুমি সত্য আমায় ভালবাস?

তড়িতা। তোমার আঁচটা কি?

অবলা। আমার আঁচটা যদি জিজ্ঞাসা কল্লে, তা হোলে তুমি আমায় ভয়ঙ্কর ভালবাস, কেমন—না?

তড়িতা। ভয়ঙ্কর—ভয়ঙ্কর—খুব ভয়ঙ্কর!

অবলা। আচ্ছা কতখানি ভালবাস?

তড়িতা। গজে মেপে দেখিনে, আন্দাজ চার হাত কি সতের পো হতে পারে।

রাজা। ঠিক ঠিক তা কি জান বাসতেই হবে, আমায় ভাল না বেসে থাকতেই পারনা।

তড়িতা। কেন?

অবলা। এই যে তোমায় কত গহনা দিয়েছি।

তড়িতা। হ্যাঁ হ্যাঁ তা বটে।

অবলা। তা দেখ আমিও তোমায় খুব ভালবাসি।

তড়িতা। সত্য?—এত অনুগ্রহ?

অবলা। হ্যাঁ—তা অনুগ্রহ আমার তোমার উপর খুব আছে।

তড়িতা। কেন বল দেখি?

অবলা। কি জান, আমরা হলুম রাজা লোক, জন্ম জন্ম কত তপস্যা ক'রে ভবে স্ত্রীলোকে আমাদের মতন বড় লোকের পায়ে জায়গা পায়; তা আমরা যদি তাদের একটু অনুগ্রহ না কর্ব্বো, একটু জীবন যৌবন গহনা মাসহারা না দিব, তা হোলে তারা যে মনের দুঃখে অভিমান ভরে জগত সংসারকে তুচ্ছ ক'রে একাকিনী বিষাদিনী পাগলিনী প্রায় ঠিকদুপুরে গাড়ী ডাকিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে চলে যেতে পারে।

তড়িতা। এ বড় অন্যায় বটে, ঘরে এমন জলজ্যান্ত পতি-রত্ন থাকতে মেয়ে মানুষের খামকা এত কষ্ট ক'রে চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া কেন?

অবলা। আচ্ছা প্রাণেশ্বরী, আমার মতন সুন্দর পুরুষ মানুষ তুমি আর দেখেছ?

তড়িতা। তুমিতো পাঁচজন লোক আমার কাছে নিয়ে এস না, কোথা থেকে দেখবো বল?

অবলা। আচ্ছা প্রিয়ে আমি যদি ম'রে যাই।

তড়িতা। নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পাষণ্ড কুষ্মাণ্ড।

অবলা। বলি রাগ কর কেন, একটা কথার কথা বলছি।

তড়িতা। কথার কথা কি? তুমি কি জাননা এ রাজ্যে বিধবা-বিবাহ নিষেধ।

অবলা। ঠিক ঠিক ওটা স্মরণ ছিলনা; তবে মরবোনা—কেমন?

তড়িতা। প্রাণসখা, জীবনসখা, অভাগিনীর সর্ব্বস্ব তুমি মরবে? এই কথা মুখে আনলে! এই বুঝি ভালবাসা! এই বুঝি প্রণয়! এই কি আমার পতিভক্তির ফল! ছি ছি তুমি কি জাননা যে সেদিন আমি অত টাকা খরচ ক'রে হীরের চন্দ্রহার গড়িয়েছি; হৃদয়সর্ব্বস্ব তুমি পটলোৎপাটন কল্লে আমি আর তা পরতে পাবনা। হে অবলার গতি, জানতো আমি ইলিশ মাছ কত ভালবাসি, তুমি শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে আর কি আমি তেঁতুল দিয়ে মুড়ো রেঁধে খেতে পাব?

অবলা। স্থির হও স্থির হও, বুকের পাঁজরা আমার ক্ষান্ত হও; ওঃ এতদিনে বুঝলুম যে তুমি যথার্থ আমায় ভালবাস। ওঃ আমি কি হৃষ্টপুষ্ট পাপিষ্ট পতি, এমন আদর্শসতীর মনে কষ্ট দিচ্ছি; না প্রিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি মরবোনা।

তড়িতা। ঠিক বলছো?

অবলা। মাইরি কোন্ শালা ভাঁড়ায়।

তড়িতা। বল জ্বরবিকারে মরবেনা?

অবলা। না।

তড়িতা। ওলাউঠায়ও নয়?

অবলা। কখনই না। বল কি প্রিয়ে তুমি চন্দ্রহার পরতে পাবেনা, ইলিশ মাছ খেতে পাবেনা, এ সব কথা মনে ক'রে কি আর আমি মরতে পারি?

তড়িতা। না আমার ভয় হচ্ছে—তুমি মরবে।

অবলা। কিসে ?

তড়িতা। তোমরা পুরুষ জাতি, তোমাদের বিশ্বাস কি ? তোমরা শঠ নট কপট বঞ্চক তঞ্চক, ঝাঁ ক'রে ফাঁকি দিয়ে ডায়েবিটিজ ক'রে বসবে।

অবলা। তা—তা যদি হয়—একান্তই হয়, তাতেও আমি মরবোনা ; মিষ্টি খাওয়া ত্যাগ করবো, গুড় চিনি মিছরী বাতাসা সন্দেশ রসগোল্লা কিছুই খাবনা, তোমার অধর-সুধাও নয়, যায় যাবে প্রাণ তবুও আমি মরবোনা।

তড়িতা। কিন্তু—কিন্তু যদি পাঁচ জনে উদ্যোগ ক'রে তোলে, তিন চার জন বড় বড় ডাক্তার আনে,—ভাবছ কি ? কথা কওনা যে ?

অবলা। তা হ'লে নিরুপায় ; বড় শক্ত সমস্যা,—প্রিয়সী ভারি গোলে ফেল্লে ! দেখ তোমার প্রেমের অনুরোধে যমকে এক রকম বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিরস্ত করবো মনে করছিলুম, কিন্তু ঐ ডাক্তারের কথা যা বলছো, তাঁরা ভদ্রলোক,—টাকা খেয়ে অধর্ম্ম ক'রে আমার ছেড়ে যাবেন কেমন ক'রে ?

তড়িতা। তবে দেখছি তুমি মরবে ? তা হোলে আমি কিন্তু সহমরণে যাব।

অবলা। না না রাণী কিছু আবশ্যক নাই কিছু আবশ্যক নাই, আমার জন্য ভেবনা। সেখানে শুনেছি অনেক বিদ্যাধরীটরী আছে, আমার এক রকম চলে যাবেই। তোমার কষ্ট ক'রে সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নাই।

তড়িত। না আমি যাবই ; তবে যদি থাকতেই হয়, সতীত্বের মহিমা দেখাবার জন্য আমাকে এ পৃথিবীতে একান্তই যদি থাকতে

হয়, তা হোলে হে হৃদয়বল্লভ, হে শ্যামসুন্দর, হে মদনমোহন, হে নটবর, হে মধুসূদন, হে অযোগবাহন তোমার যেখানে যা আছে, আমার নামে লেখা পড়া ক'রে দিয়ে যেও। তোমারতো সন্তানাদি হয়নি, আমি দারুণ বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে সেই বিষয় সম্পত্তি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে রহিব।

অবলা। দেখ—দেখ—জগত দেখ—সতী স্ত্রীর অসাধ্য কাজ নেই, দেখ তার আত্ম বিসর্জ্জন। উঃ পূর্ব্বজন্মের কত পুণ্যফলে—ওঃ থঃ থঃ থঃ ওমা ওমা ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ ওঃ (বিষম লাগার ন্যায়) উঃ কি বিষম লাগলো গো উঃ উঃ।

তড়িতা। ওমা কি সর্ব্বনাশ হোলগো; ওগো শুনেছি যেগো বিষম লেগে হঠাৎ মানুষ মারা যায়গো! ওগো অবীরার কি ক'রে গেলেগো? সবে মাত্র যে এই লেখা পড়া ক'রে দিবার কথাটা হচ্ছিলগো!

অবলা। থঃ থঃ থঃ ভয় নেই, ভয় নেই।

তড়িতা। ভরসাই বা কিগো! ওরে কে আছিস, ওরে সখী, এই প্রাণ সখী লোগ্ জল্দি হিঁয়া আও, রাজাকো দেখো, পাঙ্খা লে আও, পানি ছিটাও, পাঠ করো, আমি কাপড় কেচে আসি।

[প্রস্থান।

(সোণালীর প্রবেশ)

সোণা। একি একি! রাজার যে বিষম লেগেছে, এই বুঝি গেলগো গেলগো! মহারাজ মহারাজ হুকুম হোক আমি রাজমাথায় চপেটাঘাত করি, নইলে বিষম সারবে না।

অবলা। (কাশিতে কাশিতে) নিয়ম নেই, বে-আইনি ক'রে থাবড়া মেরনা।

সোণা। আরে মহারাজ আপনি হুকুম দিলেই আইনি হবে।

অবলা। বেদস্তুর, আগে কোতোয়ালের কাছে দরখাস্ত কর।

সোণা। তারপর ?

অবলা। শেষ পেস্কারকে জানাবে।

সোণা। সে বুঝি সেরেস্তাদারকে বলবে।

অবলা। হাঁ সেরেস্তাদার মুন্সীকে খবর দেবে।

সোণা। আর মুন্সী গিয়ে উজীরকে এত্তলা দেবে।

অবলা। হাঁ হাঁ তারপর আমার যখন অবসর হবে—উঃ গেলুমগো গেলুমগো, যখন অবসর হবে—

সোণা। তখন মাথায় থাবড়ার হুকুম দেবে ? আপাততঃ যে একেবারে অবসর হচ্ছে, এখনতো বাঁচ।

(মাথায় চপেটাঘাত ও ফুৎকার দেওন।)

অবলা। ওঃ ওঃ বাঁচলুম, কেও ? সখী—সোণালী ? ওঃ তুমি আজ আমার প্রাণ দান কল্লে। যদিও রাজমাথায় চপেটাঘাতের জন্য তোমার অবশ্য ফাঁশী হবে, কিন্তু বেশ জেনো তোমার কাছে আমি জন্মের মতন কৃতজ্ঞ রইলুম।

সোণা। মহারাজ একেই বলে রাজ দয়া ; রাজ কৃতজ্ঞতার পরিশোধ আর আমি কি দিব, কিন্তু দেখে নেবেন—ম'লে আর আমি এক দণ্ডও বাঁচবো না।

অবলা। উঃ সোণালী কি বিষমই লেগেছিল, যদি ম'রে যেতুম, তা হোলে কি হোত !

সোণা। সর্ব্বনাশ হোত, আর কি হোত ! আমাদের পাঁচ বছরের মাহিনা পত্তর পড়ে রয়েছে, বিষয় কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডে যেত।

অবলা। বলি তা নয়—তা নয়—আমার কি হোত!

সোণা। তা শ্রাদ্ধ পত্তর এক রকম হোত; রাণীমার ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি আছে, ষোড়শ চৌড়শ করতেন, অনেক বামুন পণ্ডিতকে আশা দিয়ে রেখেছেন—যে রাজার শ্রাদ্ধে রূপোর ঘড়া গাড়ু দিয়ে বিদায় কর্ব্বেন।

অবলা। এ্যাঁ! রাণী কি আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই আমার শ্রাদ্ধের কথা টথা বলেন নাকি?

সোণা। তা বলেনবৈকি; মিছে কথা বলবোনা—অন্য দোষ যাই থাক, রাণী ঠাকরুণ আমুদে আহ্লাদে আছেন। বলেছেন তিনি চার দল কীর্ত্তন আনবেন, বামুন ভোজনের দিন পাঁটা টাঁটা কর্ব্বেন, আর নিয়মভঙ্গের দিন সখের যাত্রা দিবেন।

অবলা। আহা পতিপ্রাণা এখন থেকে আমার ভবিষ্যত ভাবছেন; সোণালী আমার শ্রাদ্ধে এত ঘটা হবে, আর আমি কিছুই দেখতে পাবনা! আমি যে যাত্রা শুনতে বড় ভালবাসি।

সোণা। আপনি গঙ্গাযাত্রাই শুনে যাবেন, সখের যাত্রাটা আপনার বদলে শম্বর একাই শুনবে।

অবলা। শম্বর!—কোন্ শম্বর?

সোণা। আপনার সখের কাফরি চাকর; তখন সেই এক-রকম খোলাখুলি রাজা হোয়ে বসবে কিনা।

অবলা। কেন সে রাজা হবে কিসে?

সোণা। রাণীর কা'কে রাজা বলে?

অবলা। কেন রাণীর পতিকে।

সোণা। তা হোলেই সে রাজা না হোক—উপরাজা হোল না?

অবলা। তবেরে হারামজাদী আমার সঙ্গে ঠাট্টা! কোতোয়াল

কোতোয়াল, এখনই এই পাপীয়সীর মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে এর মাথায় ঘোল ঢেলে বনবাস দিয়ে আয়!

সোণা। তাবৈকি, শম্বর আপনার মাথায় হাত বুলুলে, আপনারতো একটা কিছু করা চাই, আমার মাথায়ই ঘোল ঢালুন।

অবলা। দেখ, হিঁয়ালী রাখ স্পষ্ট ক'রে বল।

সোণা। আমি আর স্পষ্ট ক'রে বলবো কি, রাজ্যি শুদ্ধ স্পষ্ট চোখে চেয়ে দেখছে, যে রাণী শম্বরকে স্বয়ম্বর করেছেন।

অবলা। এ্যাঁ রাণী!—আমার প্রিয়তমে!—সেই বাঁদীর বেটাকে—কৈ আমিতো কিছু দেখিনে।

সোণা। তা আপনি কেন, কেউই দেখতে পায়না; ও কাজের মজাই ওই, সব্বার চক্ষে পড়ে, কেবল যার বুকের উপর ভাতের হাঁড়ী ওলে, সেই কাণা হোয়ে থাকে; তার উপর আমাদের রাণী ঠাকুরুণ যে যাদু শিখেছেন।

অবলা। যাদু কি?

সোণা। তা বুঝি জানেন না, ওঁর একটা পোষা দত্যি আছে, তার নাম কালাদেও, সে রাণীকে কত মন্ত্র শিখিয়েছে; উনি মনে কল্লে এখনই সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে পারেন, পাখীকে মানুষ করতে পারেন; মানুষকে—এই তার সাক্ষ্য দেখুন না আপনাকেইতো ভেড়া ক'রে রেখেছেন।

অবলা। ভেড়া! কৈ—না না, কৈ আমারতো শিং বেরোয়নি।

সোণা। শিং ভিতরে ভিতরে গজিয়েছে, মাথায় হাত দিয়ে দেখলে কি হবে?

অবলা। তুই মিছে কথা বলছিস; আমি রাজা—সুন্দর যুবা পুরুষ—এত ভালবাসি—আমায় ছেড়ে অমন সুন্দরী রাণী, তিনি কি

সেই কালো কর্কশ কোঁকড়া চুলো কাফরি গোলাম কি গোলামকে ছুঁতে যেতে পারেন।

সোণা। মহারাজ আপনি সেদিন বামুনঠাকুরকে পচা মাছ চচ্চড়ী রাঁধতে হুকুম দিয়েছিলেন—মনে পড়ে? এত দেশ থাকতে আপনি রাজা লোক—এসখ হোয়েছিল কেন?

অবলা। কি জান, বড় বড় টাট্‌কা মাছতো রোজই খাওয়া যায়, একদিন সখ হোল মুখটা বদলে দেখি।

সোণা। তা হোলে কি রাণীর মুখটা বদলাবার সখ হয় না? তার উপর প্রেমের খেলাই একটু উল্টো গোছের—

অবলা। দেখ, যদি তোর কথা মিথ্যে হয়, গর্দ্দান নেব।

সোণা। মহারাজ তবে লোকে যা কথায় বলে, "যার মাথার উপর মাথা আছে সেই রাজা রাজড়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কয়", সে কথা সত্য?

অবলা। কেন?

সোণা। এই দেখুননা—একবার আপনার রাজমাথায় থাবড়া মেরে বিষম কাটিয়ে আমার ফাঁশি হোয়ে গেল, তার উপর মাঝে এক বার মুণ্ডচ্ছেদ হোয়ে গেছে, সেই মাথায় ঘোলও ঢেলেছেন, এখন আবার গর্দ্দানা নেবার ভয় দেখাচ্ছেন; না মহারাজ কিছু নয়—আমি সব মিছে কথা বলেছি। রাণী আপনার সতী লক্ষ্মী সূর্পণখা, তিনি আপনার চোখে নিছুলি মন্ত্র পড়েন না, শম্বর কাফরি ব'লে কেউ তাঁর ভালবাসার লোক নেই, তার সঙ্গে বাগানে দেখা করেন না, তাকে আপনার খাবার অর্দ্ধেকভাগ দেননা, তাকে সোণা হীরে পরাননা, আবার তার কাছে মাঝে মাঝে মুখঝামটাও খাননা।

অবলা। তুই দেখাতে পারিস?

সোণা। আপনার মাথায় দুটো চোখ আছে, বাড়ীর পাশে বাগান আছে, রাণীও আছেন, শম্বরও আছে, ইচ্ছা কল্লেই দেখতে পারেন; আর এতটা পরিশ্রম স্বীকার না করেন, বাঁদী হাজির আছে, গর্দ্দানাটা নিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুন। সত্যইতো কে কোথায় কি কল্লে, বড় লোকের ছোট নজর ক'রে কি তা দেখা উচিত?

অবলা। আচ্ছা আমি এখনই বাগানে যাচ্ছি, যদি কিছু দেখি তা হোলে সেইখানেই দুজনের,—আর তা না হোলে ডালকুত্তা দিয়ে তোকে খাওয়াব।

সোণা। তা খাওয়াবেন, মোদ্দাত যা করেন একটু সাবধানে কর্বেন। আপনার রাণী যেমন তেমন কুহকিনী নয়, তাকে জব্দ করতে গিয়ে শেষে নিজে না জব্দ হন।

রাজা। আমি রাজা—রাজা—কার সাধ্য আমার কি করে, দেখছি।

[প্রস্থান।

সোণা। অনেক দিন চেপে চেপে থেকেছি—আর পাল্লুমনা; চক্ষের উপর নিত্য নিত্য একাণ্ড আর দেখা যায় না; তার উপর আগে বরং রাণী আমাকে একটু ভরম সরম কত্তেন, পুরাণ গহনাখানা কাপড়খানাও দিতেন, এখন এই যাদু শিখে অবধি মুখের মিষ্ট কথাটুকুও গেছে। কি রুচি বাপু! এমন সুন্দর স্বামী কত তপস্যা ক'রে মেলে, আমরা একদিন পেলে বোত্তে যাই; এমন সোণার পুরুষ, রাজ্যের রাজা—তাকে ছেড়ে কিনা কালো কাফরি নিলাম—ছি ছি ছি ছি, আরে ছি—ও প্রেমের গতিই উল্টো দিকে।

(গীত)

পীরিতে বিপরীতে মজে ওগো মন।
কামিনী কুরূপে ভজে থাকতে পতি মদনমোহন।
ঢোলে দোলে কমলকলি,
কোলে তোলে কালো অলি,
লাজে রাঙ্গা রবি ছবি অস্তাচলে পড়ে ঢলি।
তোর মন মলিনী ছি নলিনী হেলাতে হারালি রতন।
যার ঘরে ধরেনা ননী ছানা,
লুকিয়ে খায়সে চিড়ে চানা,
মানুষ কাণা যায়গো জানা, প্রেমেতে হোলে মগন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

(অস্ত্র হস্তে অবলাসিংহের প্রবেশ)

অবলা। বাঁদীর বেটার সাথে!
গা আমার কাঁপছে রোখে;
নিছুলি দে আমার চোখে,
ফেরো তুমি পথে পথে—
হাড়হাবাতে বাঁদীর বেটার সাথে!
আজ এসেছি মাথা খেতে
রইলুম এই আড়ি পেতে। (অন্তরালে অবস্থিতি)

(শম্বরের প্রবেশ)

শম্বর। রাণী বেটী খুব মজেছে, একেবারে ঘাড় মুড় ভেঙ্গে পড়েছে ;—পড়বেনা ? আমি কচুবনের কালাচাঁদ, ক্যায়সে আমার প্রেমের ফাঁদ। এই সোণালী শালী বলে আমায় কালো ; আরে কালোইতো ভাল,—কালোর চেয়ে কি রং আছে, বারমাস ব্যবহার কর ময়লা হবার ভয় নেই ; আর তোমার শাদাই বল, গোলাপিই বল, চম্পাই বল ঐ টাটকা টাটকা, হাত না দিতে দিতেই দাগ ধরেছে, রং মেড়ো পড়ে আসছে। আমার এই যা রং—এ পাকা রং, একবার চেপে বুরুষ দিলেই ঝাঁ চক্ চক্ ক'রে ওঠে ; তাইতো মেয়েমানুষ কালো রং বেশি ভালবাসে। নীলাম্বরী কাপড় পরে, কপালে কালো টিপ কাটে, চোখে কালো কাজল দেয়, দাঁতে কালো মিশি লাগায়, হাতে কালো চুড়ীর বাহার মারে, কালো চুলের গরব করে, কেশরঞ্জন মেখে চুল কালো করে, আর কালো তারার নয়না ঠারে ; বাহবা কালো ! কালো—কালো—ছুনিয়া আলো ! ইস্ আজ এখনও আসছে না ?—এই রাজা বেটা বুঝি ধরে রেখেছে ; আজ আসুক একটু খেলিয়ে নিচ্ছি ; মনে করে বুঝি—আমি চাকর ব'লে একেবারে পায়ের জুতো হোয়ে থাকবো।

(তড়িতার প্রবেশ)

তড়িতা। এই যে, বলি এসেছ ?

শম্বর। যাও যাও, যেখানে ছিলে সেইখানে যাও।

তড়িতা। বলি ও আমার কালো মাণিক, আজ কি হোয়েছে ?

শম্বর। কিছু হয়নি; বেশ টক্‌টকে রাঙ্গা রাজা আছে সেইখানে গিয়ে ব'সোনা ; আমি চাকর বাকর মানুষ আমার কাছে কেন ?

তড়িতা। তুমি কি যে সে চাকর, তুমি যে আমার প্রেমে চাকর।

শম্বর। তাই বুঝি মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ জুতোপেটা কর।

অবলা। বেটা বেটা, প্রেম কত্তে এসেও জুতোপেটা ভুলতে পারনি ?

তড়িতা। ইস্ আজ এত গরম কেন ?

শম্বর। গরম হবনা ? তোমার রূপের সুঁদরিকাঠ যে জ্বেলে রেখেছো, তার আঁচে আঁচে এই দেখ আমার বাইরের দিকটা সমস্ত কালি প'ড়ে গেছে, আর ভিতরে মেজাজের গরম জল টগবগ ক'রে ফুটছে।

অবলা। দাঁড়াওনা বেটা, আমি হাঁড়ী ফাটাচ্ছি রসে ঢেউ খেলবে এখন।

তড়িতা। আরে বাঃ বাঃ আমার প্রেমের কাফরি, প্রাণের জাফ্‌রি একেবারে কবি হোয়ে পড়েছ দেখছি।

শম্বর। তা হয় হয়, প্রাণে প্রেম ফুট্‌লেই মুখে কবিতা ছোটে।

তড়িতা। তা চল, একটু কুঞ্জে ব'সে তোমার কবিতা রসিকতা শোনা যাক।

শম্বর। না না না, আমি আর তোমার সঙ্গে কথা টথা কচ্ছিনে, আমার রাগ হোয়েছে।

তড়িতা। দেখ, একটুতো তা'কে ভুলিয়ে ভালিয়ে আসতে হবে ; হাজার হোক বিয়ে ক'রে এনেছে

শম্বর। ওঃ বিয়ে করেছেতো একেবারে মাথা কিনেছে।

তড়িতা। সেতো সত্য কথা, কিন্তু আহাম্মুখ লোক অত শততো বোঝেনা।

অবলা। তা'বৈকি বাপের সঙ্গে ঝকমারি ; স্ত্রীকে কাছে বসিয়ে রাখি, চোরে খেতে ছেড়ে দিইনে, বেজায় আবদার আমার।

শম্বর। দেখ তোমার ঐ রাজাটার বড় ছোট নজর।

তড়িতা। কিসে ?

শম্ব। বড় লোকের এমন হ্যাংলা বৃত্তি কেন ? রাজা রাজড়ার দস্তর কি ? ক্ষীরের বাটিটা সামনে ধল্লে—একটু চামচেয় ক'রে চেকে ছেড়ে দিলে, চাকর বাকরে বাটিকে বাটি প্রসাদ চুমুক মারুক। নতুন জরীর পোষাক তোয়েরী হোয়ে এল, একবার প'রে বেড়িয়ে আসলে,—তারপর হরকরা বরকন্দাজের দখলে গেল। তেমনি রাণী বিয়ে ক'রে এনেছিস বাপু, বাসরঘর গেল, ফুলসজ্জা গেল, আর কেন ? এখন পাঁচজন মোসাহেব আছে—আমরা আছি।

তড়িতা। দুর্ পাগল, আমি যেন তোমায় ভালবেসে ফেলেছি নহিলে কাজটা কি ভাল ? সে হোলো পতি, আমি হোলুম সতী।

শম্বর। ইস্ মাঠাকুরুণের যে ভারি নিষ্ঠে, তবে যাও যা ভাল বোঝ করগে আমি চল্লুম, এখনি চাকুরীতে জবাব দিয়ে দেশে চলে যাব। আর তোমার সঙ্গে কথা কহিতে চাইনে, আর তোমার মুখ দেখতে চাইনে, এই চল্লুম।

অবলা। ও বাবা বেটার জোর দেখ, এ যে দেখছি জমিদারের চেয়ে পত্তনিদার হওয়া ভাল।

শম্বর। বুঝলে, খোসামোদ কল্লেও আর থাকছিনে, এই চল্লুম।

তড়িতা। ছিছি রাগ কত্তে আছে, তুমি হোলে আমার মনের রতন, প্রাণের ধন, কালো রতন—

তোমার রূপটী ভজে মনে মজে দিছি লাজে ছাই।
হোয়ে রাজকন্যা তোমার জন্যে পাগল হোয়েছি ভাই॥

শম্বর। যাও যাও আর তোমার মধু ঢালতে হবেনা। বুঝেছি— দুদিন হয়েছিল সক্, তাই খেয়েছিলে বরফির উপর টক্, নইলে আমি কাফরি কালো, আমায় কেন লাগবে ভাল ?

তড়িতা। তুমি কি আমার কাছে কালো !
ঐরূপেতে চুপে চুপে প্রাণে জ্বলে আলো !
দেখে তোমার চোখের চটক্
খুলে গেছে প্রাণের ফটক,
তোমায় আমায় প্রেমের নাটক
কার সাধ্য তা করে আটক।

শম্বর। বের সম্বন্ধ করে ঘটক,
ছন্দানন্দে নাচে তোটক,
বই কিনে পড়ে পাঠক,
উড়ের দেশে জেলা কটক,
বলে যাওনা সব ক'টা টক।

তড়িতা। ছিঃ নারীর প্রাণ বোঝনা তা নিয়ে ঠাট্টা কর; সত্য বলছি, পরে কি ভাবে জানিনে, কিন্তু আমার চোখে তুমি নিখুঁত সুন্দর একেবারে রতিপতি। ঐ মুখ দেখে আমার মনে হয়,— হায় হায় কি আর বলবো ?

(গীত)

সদ্য ফোটা পদ্ম দেখি বদনখানির ছাঁদ।
কি নীল আকাশে ভাসছে যেন চতুর্দ্দশীর চাঁদ ॥
বুঝলে কি না আমার চোখে, যে যা বলে বলুক লোকে,
কালাচাঁদ তুমি আমার প্রাণপাখী ধরা ফাঁদ !

চোখ দুটী তোর ভোরের তারা,
নাক টিকোলো বাঁশী পারা,
দেখে প্রাণ দিশেহারা হারালে বিষাদ।
হাতে তুমি বালা বাজু গলায় মতির হার,
কাঁকালে মেখলা সখা ঢাকাই গুলবাহার,
ললাটে চন্দন রেখা, আঁখির প্রিয় অঞ্জন,
অনন্ত তরঙ্গ তোলে কেশে **কেশরঞ্জন,**
তুমি হীরে পান্না হাসি কান্না,
রান্না বান্না তাইরে নানা খাঁটিসোণা নাইকো মূলে খাদ।

অবলা। চাঁদ দেখলে পদ্ম দেখলে, এইবার তোমায় ধূতুরোফুল দেখাচ্ছি দেখনা।

তড়িতা। বলি চুপ ক'রে যে? একটা হেসে কথা কও, আড় নয়নে চাও।

শম্বর। ওসব কথার ঘটা রঙের ছটা অনেক আছে জানা।
সব বুঝেছি, সব দেখেছি, নয়তো আমি কাণা।
প্রাণে যদি থাকতো ব্যথা, আগে ছুটে আসতে হেথা,
মোলাম প্রাণ গোলাম পেয়ে এখন ছল কচ্চো নানা।
জানি ঢেঁকির ভাগ্যে স্বর্গে গেলেও আছে ধান ভানা॥

অবলা। বেটা ধান ভানছো বটে, কিন্তু ঢেঁকি যে আমার বুকের উপর পড়ছেরে বেটা।

তড়িতা। নিত্যি নিত্যি নেশার ঘোরে ফেলে তারে
যাদু তোর পাশেতে ছুটে আসি,

তবু তোর মন ওঠেনা, মান টোটেনা,
ঠোঁটে মোটে নাইকো হাসি।

শম্বর। ব্যাভারেতে ব্যক্ত প্রেম মিছে কেন ত্যক্ত কর ;
কোঁকড়া চুলো কালো কোলো,
নয়কো বেঁটে নয় ছেয়ালো,
আমায় কেন লাগবে ভাল ?
রাজা ভাতার সুয়ো তোমার ধেয়ে গিয়ে পায়ে ধর।

তড়িতা। জানতে তোমার নাইকো বাকি,
মনকে কেন দাওহে ফাঁকি ;
তোর উপরি আছে নেশা,
তোর উপরি ভালবাসা।
কাঁদে প্রাণ তোরই তরে, তোরই প্রেমে আছি জরে।

শম্বর। তবে আজও কেন সে না মরে ?

তড়িতা। মরণ বাঁচন সমান তার, তাইতে কিছু বলিনা আর।
নইলে পরে যাদুমণি
এমন যাদু আমি জানি,
আছে মানুষ বানাই মাছ,
ওড়ে বাড়ী গজায় গাছ ;
যাইচ্ছে তাই কত্তে পারি,
এমনি গুণের আমি নারী।

শম্বর। বোঝা গেছে যাও যাও
তোমার বিদ্যে নিয়ে ধুয়ে খাও।

অবলা। সোণালীতো মিছে বলেনি, সত্যই রাণী যাদুকরী !
এখন কি করি ? আর সহ হয় না—কি করি ?

তা।— (গীত)

ছি ছি মণি মিছে মিছে কর কেন মান।
তোমার মানের জ্বালায় মন জ্বলে যায় আউটে ওঠে প্রাণ॥
মুখটী হুলো তোলো হাঁড়ী,
ঝামটা দিয়ে নাড় দাড়ি,
কল্লে যাদু বাড়াবাড়ী ভাল লাগেনা কান॥

অবলা। আর পারিনে, এইবার বলিদান।

(গীতান্তে অবলাসিংহ অগ্রসর হইয়া শম্বরকে ছুরিকাঘাত ও প্রস্থান, শম্বরের ভূমে গড়াগড়ি ও বিকটরবে রোদন।)

শম্বর। বাপরে বাপ খুলে খাপ্ মাল্লে বুকে ছুরি।
খুব করেছি, প্রেমের ঘরে লুকিয়ে সুখে চুরি।

তড়িতা। হায় হায় মেরে ফেল্লে—মেরে ফেল্লে—কল্লে কে একাজ?
মাল্লে জানে আমার জানে, কার জানে এ ঝাঁজ।

শম্বর। ওরে বাপরে মারে গেলুমরে মলুমরে চাচারে চাচিরে ্যাঠারে খুড়োরে মেষোপিশেমশাইরে তালুইরে বেয়াইরে বাইরে!

তড়িতা। হায় হায় ওগো আমি কি ব'লে কাঁদবো? এমন ায় কি ক'রে রোদন কত্তে হয়? ওগো আমারতো আগে কখন ত মরেনি,—একটীও না; এ কান্না যে কি ক'রে কাঁদতে হয়, যে আমি জানিনে; ওগো কেউ নেই—কেউ নেই? বলনা— দবো না মূর্চ্ছা যাব? ওগো আত্মহত্যা কল্লে যে আর বাঁচবোনা, িলে এখনই বুকে ছুরি মাত্তুম! হ্যাঁগা পাগল হব কি, চুল লা কর্ব্বো, চোখ কপালে তুলবো? হ্যাঁগা তোমরা কি রকম

লোক—কেউ বলবেনা ? চুপ ক'রে রইলে যে ? বলনা—বলনা—বুক চাপড়াবো, এক বাটি দুধ খাবো, খিল্ খিল্ ক'রে বিকট হাস্য কর্ব্বো ? এক গণ্ডুষ জল এনে দাওনা না হয় ডুব দিই ; হ্যাগা হাত তুলবো, হ্যাগা ধেই ধেই নাচবো, হ্যাগা ডিগবাজি খাবো ? নিষ্ঠুর জগৎ নিস্তব্ধ রইলে ! এই দারুণ শোকের সময় কেউ কিছু শিখিয়ে দিলে না ? করুণ রসের এমন সুবিধা হারালুম !

শম্বর। পিশেমশাই ওরে বাবা ওরে দাদা ওরে পাড়াপড়শি ওরে শালারা—

তড়িতা। বল বল আবার বল, মধু ঢালছিলে আবার ঢাল ; আঃ প্রাণকান্ত তুমি কেন এমন ভ্যাবাকান্ত হোলে ? হে হৃদয়-বল্লভ ! তুমি রামবল্লভের মতন কেন চুপ ক'রে পড়ে রইলে ? হে লোচনানন্দ ! তুমি ধূম্রলোচনের মতন কেন শুয়ে পড়লে ? হে বীরবর ! তুমি থর্ থর্ ক'রে কাঁপছো কেন ? হে দাসীর হৃদয় ফাঁসি ! তুমি এর চেয়ে যক্ষ্মাকাশিতে মলেনা কেন ? হে প্রাণনাথ তোমার কূপোকাত দেখে আমার যে দাঁতে দাঁত লাগছে ; আর না আর না, আমি মর্ব্বো আত্মহত্যা কর্ব্বো ; ছুরিতে নয়—বিষে নয়, আগুণে নয়।

শম্বর। ছি ছি ও কাজ ক'রোনা ক'রোনা ক'রোনা, ওরে বাপরে চাচারে এ অবস্থায় আমি পুলিশে সাক্ষ্য দিতে যেতে পার্ব্বোনা।

তড়িতা। না আমি মর্ব্বো, কেউ রাখতে পার্ব্বেনা, আমি ক্ষীর খাবো রাবড়ি খাবো কালিয়া খাবো পোলোয়া খাবো অম্বলে ব্যামো কর্ব্বো ডাক্তারি ঔষধ খাবো তারপর এ জীবন—যা থাকে কপালে।

শম্ব। আর যদি না মর ?

তড়িতা। যদি না মরি, তাহোলে দে   5 দেখুক

হালে আমি গান গাবো। গাই-   সুর দাও

দাও, তবলা বাজাও তবলা বাজাও

(সখিগণের দ্রুত প্রবেশ)

সকলে। (সুরে) হা হা হা হা সখী করকি করকি ?
আরে ছি আরে ছি ছ্যা ছ্যা ছি।

(গীত)

হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ সখী গাও যদি গাইতে হবে নেচে।
নইলে সইলো কইলো পড়িবে প্যাঁচে ॥
শুনে কাণে গান তোর, হবে লোকে শোকে ভোর,
দেবে জোরে এন্‌কোর, ধত্তে হবে ফের কেঁচে।
তার পর করতালি, কেহলো দেবেনা আলি,
নাহি দিলে গালাগালি যাবে জেনো বেঁচে,
আয় ভাই কাজ নাই আর সুর এঁচে ॥

[সকলের প্রস্থান।

...তীয় দৃশ্য।

রাজার গৃহ।

অবলাসিংহ।

... ...ক হারামজাদী ;

ঝোটী মুড়াবো, গাধী চড়াবো, ধড়া পরাবো,

বানাবো বেটীকে বাঁদী।

(তড়িতার প্রবেশ)

আসছো রাণী গুটি গুটি,

লাল করমচা নয়ন দুটী,

এত কান্না কার জন্যে শুনি ?

তড়িতা। মা যে গিয়েছে ম'রে পরশু রেতের ভোরে,

খবর নিয়ে এল ছোট নানি।

অবলা। বলিস কি পরশু দিন,

সে না আজ বছর তিন ?

তড়িতা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে ব'লেছি, বাবাকে খেয়ে গেছে বাঘে।

অবলা। জানি জানি—সেতো তোর জন্মাবার সাত বচ্ছর আগে।

তড়িতা। তবে পিশিমা পাঁচু শিঙ্গেয় দেছে ফুঁ,

বলি এখন ভেঙ্গে।

অবলা। মিছ কতুরি জীভটে তোর উপড়ে নেবো টেনে ;

হাড় হাবাতি হতচ্ছাড়ি, কস্‌বিগিরি আমার বাড়ী,

জুতো মেরে থোঁতামুখ ক'

বল শালী—তোর কাফরি কাথা ?

তড়িতা। বটে বটে—তবে তোমার

আমার সুখের তরু মুড়িয়ে বাজ।

গরম হোতে হয়না সরম

নরম পেয়ে ধর চেপে দে

জ্বালাব পোড়াব, আগুন ছড়াব, ডাড়য়ে বাড়া পড়াব দ'।

উল্টে পাল্টে যাক স্থষ্টি, বিষের ঝট্‌কি রক্ত বৃষ্টি,

পোড়াই রাজ্য দেখাই র'॥

খিল্ খিল্ খিল্ হাস্থক মড়া, জলে কিল্ কিল্ করুক ঘোড়া,

বিড়াল বিউক বেঙের ছাঁ।

ষাঁড়ের ঘাড়ে শোরের মাথি, শুকিয়ে শিয়াল হোকগে হাতী,

মসলি বনুক আদমি ধাঁ॥

হাবলি ফাবলি যারে উড়ে, জঙ্গলে যা সহর জুড়ে,

হুকুম কড়া তোর ঠ্যাং জ্যাং ভুঁড়ি।

বদ্‌লে হাড়মাস হোক নোড়ানুড়ি॥

(অকস্মাৎ রাজপুরী জঙ্গলে পরিণত, রাজপুত্রের অর্দ্ধাঙ্গ প্রস্তরময়।)

র্থ দৃশ্য।

ঙ্গপট।

ও অপ্সরী।

অপ্সর।— (গীত)

কাহে নেহারি তেহারি পিয়ারী আজু এ্যায়সি হাল।
কোন দুখ্‌সে বহতী শ্বাস আঁখিয়া এ্যায়সি লাল॥

অপ্সরী।— হাত জোড়ি পিয়ারে তেরে পৈঁইয়া পড়ি,
চলো চলো চলো সৈঁইয়া দুনিয়া ছোড়ি।
দিল্ দড়কৃতী ছাতি কড়কতী শীর বিগড়তী
ক্যা কসবি কি চাল॥

অপ্সর।—পরী রহম সে ভরি হ্যায় দিল, জানি মেরি তেহা
দুনিয়া কি দুখসে ঝরে আঁখোসে মতিয়া কি হার॥

উভয়ে।—গম হোকে কাম নেহি জানি চলো দোনো মিলি
ক্যায়সা সুরত সে সমজ ল্যায় শয়তানি কি চতুরালী॥

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

সমুদ্র গর্ভ।

মৎস্য-কুমারী ও দৈত্য।

মৎস্য-কু। বলি ওরে দৈত্যি ওরে অন্ধা।

দৈত্য। কি আজ্ঞা কচ্ছেন মৎস্যগন্ধা।

মৎস্য-কু। বলি আবার যে সিন্দুক থেকে বেরিয়েছ ?

দৈত্য। ঠাকরুণ তোমার রূপখানি একবার ভাল ক'রে দেখবো ব'লে।

মৎস্য-কু। কি রকম দেখছ।

দৈত্য। আর কথায় কাজ কি—ভাবছি আপনাদের যারা বে করে তাদের ভারি মজা।

মৎস্য-কু। কি রকম ?

দৈত্য। মুড়োয় অধরসুধা, ল্যাজে মাছভাজা ; প্রেমপিয়াসা পেটের ক্ষুধা একাধারেই মিটে যায়।

মৎস্য-কু। বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় নাকি ?

দৈত্য। সম্প্রদান কর্ব্বেন কে ক্যাঁকড়া মাসী, আর মন্ত্র পড়াবেনতো হাঙ্গর চাটুয্যে মশায় ? ভাল মৎস্যকুমারী-ঠাকরুণ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মর্ত্ত্যলোকে শুনেছিতো সুন্দরীরা সোহাগভরে মাঝে মাঝে তাঁদের পতিকে পদাঘাত করেন, আমাদের দেবতাদের মধ্যে যে এ পদ্ধতিটা একবারে নেই, তাও বলতে পারিনে ; আপনারা প্রেম উথলে উঠলে কি করেন ? পা তো নেই—ল্যাজের ঝাপটা মারেন ?

মৎস্য-কু। একবার দেখবে কি করি ?

দৈত্য। আজ্ঞে না, আপনার চুলে যে ঝাপটা কেটেছেন তাতেই মরে আছি, আর ল্যাজে খেলিয়ে কাজ নেই।

মৎস্য-কু। আমাদের এই জল-রাজ্যে কেমন আছ ?

দৈত্য। বড়ই আয়েস ; প্রথমতঃ ডুবে মর্ব্বার ভয় নেই, তার উপর কাঁকড়া কাছিম রুই কাতলা—আপনারাও পাঁচ জন আছেন, কষ্ট ক'রে আর মেছোবাজারে যেতে হয় না।

মৎস্য-কু। বটে আমরা কি মেছুনী, এটা কি মেছো হাটা পেয়েছ ? মার্ব্বো এখনি ঝাঁটার বাড়ী ; আচ্ছা এক বালাই এসে জুটেছে, কবে এখান থেকে বিদায় হবে ? এইতো সিন্দুক থেকে বেরুতে পার, তবে একটা জেলের জালটাল ধরে উঠে যেতে পার না ?

দৈত্য। সেইটুকু যে বন্দ, নইলে সাধ করে কি আর আঁসটে গন্ধ স'য়ে থাকি। সলিমান খুড়ো শাঁপ দিয়েছেন সিন্দুকের ভিতর থাকবো, সিন্দুক শুদ্ধ যদি কেউ তোলে তবেই উদ্ধার, নইলে যে পগার সেই পগার।

মৎস্য-কু। তা কেউ বুঝি তুলছে না ?

দৈত্য। না—শালারা যেন টের পেয়েছে ; জাহাজ থেকে হাত সুতো নাবছে, পাহাড় থেকে জাল পড়ছে—এ পাশ ও পাশ চারপাশ, কেবল সিন্দুকটুকু বাদ দিচ্ছেন।

মৎস্য-কু। তুলবে—তুলবে, ভয় কি ?

দৈত্য। তোমারও কাঁটা আঁশ ঝরে যাবে, পা টা হবে, ঘাঘরা শাড়ী পরবে ভয় কি ?

মৎস্য-কু। আচ্ছা তোমায় যদি এখন কেউ তোলে তা হোলে তাকে কি বকসিস দাও ?

মৎস্য-কু । আর আমি এই কাঁটার বাড়ি ঘা পাঁচ সাত দান কচ্ছি ।

দৈত্য । ছিঃ রসে ডুবে আছ তবু এমন বেরসিক তুমি ।

মৎস্য-কু । এই যাও বলছি নীচে ।

দৈত্য । রাগে আঁস ফুলছে যে, আচ্ছা যাই ।

[প্রস্থান ।

—তীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্র-তীর।

তিনকড়ি।

(গীত)

মজালে মুস্কিল হোলো ওরে মাছ মিলেনা মূলে।
সর্ব্বে জানে খানা বিনে আজকে ছেলেপুলে॥
পয়লা খেপে ঠেকছে ভারি, গুড়ুই দড়ি তাড়াতাড়ি,
ও আল্লা বিষমোল্লা মরা ঘোড়া জড়িয়ে এল জালে॥

—াড়া।— (গীত)

খড়বড় খড়বড় তড়বড় ঘোড়া ট্রামগাড়ীকা টান।
হ্যাঁকচ হেঁই যাচ্ছি পই জানকা হায়রাণ॥
টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ নালকি ঠোক্কর,
—ুড়িজঙ্গি চলে চৌরঙ্গি কদম কদম ধায় বিলাতী ছক্কর,
—াকর লাগে ছক্কর পর, বেটুয়া ঠাট্টু লোটে লবেজান॥

[নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

তিন।— (গীত)

ভেড়ীর ভেট্‌কী ট্যাংরা শুঁট্‌কী, বাটা পুঁটী ক
খয়রা খোলসে — সিন্দি রুই
ফেলে ছানাপোনা
হায়! হায়! হা
মজালে মুস্কি

আবার
দোহা
মারো
বাহবা জালে ভারি ভিড়!
(জাল তুলিয়া সবিস্ময়ে)
ও আল্লা কি কল্লা এবার আবার কি?
পেট্‌রা পুরে পেঠিয়ে দেছ বুঝি চাঁদির চাকি।
(সিন্দুক তালা বন্ধ দেখিয়া)
সম্‌জেও সমজাতে তুমি পারনিকো আল্লা।
পেঠিয়ে দাওনি চাবিকাটী কেমনে খুলি তালা
দূর তোর্ যাক লেঠিয়ে ভাঙ্গি তব্‌লি।
পেট্‌টা ভরে দেখে নিই চাঁদি ভরা বগ্‌লি॥

(সিন্দুক ভঙ্গ করণ, ধূমোদগম, দৈত্যের আবির্ভাব।

দৈত্য। হুম্ হুম্ হুম্ হুরে বেটা তুল্লি মোরে কেরে?
কেমন মরণ মর্ব্বি তুই, বল শালা শীগ্‌গির ছুঁই

তিন। ও বাবা আকাশ পাতাল দিক ধাড়াঙ্গা
হাম্‌দো মাম্‌দো হাড়ভাঙ্গা

হেঁকে বলে কর দাঙ্গা
এখন মুই কাঁহা যাঙ্গা ?

দৈত্য। জল্‌দী জল্‌দী বলবি জেলে,
মজা পাবি তুই কিসে ম'লে ?
তোর বুকে ডলি বাঁশ
না গলায় লাগাই ফাঁস ?
চাসতো পাক দিয়ে মারি ধরে চুলে।

তিন। ও বাবা একি বলে!—
হাঁগো ছিলে কালাপানির তলে।
তুলে দিলুম জড়িয়ে জালে,
(এখন) ফাঁস দিতে চাও আমার গলে ?
এ ইয়ারকি কে শেখালে ?

দৈত্য। না এ বেটা বড় বকালে।

তিন। আচ্ছা বাপু দৈত্যির পো,
তোমার কেন এমন ধল্লো গোঁ ?

দৈত্য। মান্‌তুম না খোদার হুকুম,
সলিমান খুড়ো তাই করে জুলুম ;
বাক্‌সো পুরে তালা এঁটে
দরিয়ায় দিলে রাগের চোটে ;
আগে ভাগে ওঠাতিস যদি
দিতুম তোরে বাদসার গদী ;
দেরি কেন কল্লি পাজী
জানিস্‌ আমি বদমেজাজি।

তিন। (স্বগতঃ) আচ্ছা—বুঝেছি তোমার কারসাজি।

তিন। বাড়বে আরো বুদ্ধির বহর জলে দিলে ডুব।
দৈত্য। ভাই আর করিস্‌নিকো আকাল
তোর ভাল কর্ব্বে মাকাল ;
সত্যি আমি বেহ্মদৈত্যি কইনে কথা মিথ্যে,
বাগে পড়ে রাগ ছেড়েছি নাইকো মাটি চিত্তে।
তিন। তবে খুলি—ডালা তুলি ?
দৈত্য। খোল খোল—করি কোলাকুলি ;
(ডালা উত্তোলন) আঃ আঃ বাঁচলুম ছেড়ে হাঁপ।
তিন। পালা পালা বাপ বাপ। (পলায়নোদ্যম)
দৈত্য। আরে কি হোয়েছে—কাঁহা ভাগো ভাই ?
তিন। বেঁচে থাকলে বাবার নাম দৌলতে কাজ নাই।
দৈত্য। ডর মৎ করো ভাই—শুন মেরি শল্লা।
তিন পাহাড় কি বিচোমে হায় বড় তল্লা।
হরফজুরে এক এক দফে ফিঁকো হুঁই জাল,
মসলি মিলেগা হরকিসমকি জরদ হররা লাল।
দরবারমে কারবার করো পাঁওগে সোণা চাঁদি,
খুসি হোগা জরু তেরা বাবা নানা দাদী। (অন্তর্দ্ধান)
তিন। পায়ের গোলাম কচ্ছে সেলাম
তোমার পেত্নী থাকুক ডাঁটা।
মাছ পাইতো বাঁচবো জানে
নইলে জানি দেবেন ঝাঁটা॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

(সোণালীর প্রবেশ)

[সো]ণা।— (গীত)

[আ]মি নারী হোয়ে বুঝ্‌লেমনাকো কেমন নারীর মন।
ফুলের মতন কুলের বালা পাষাণ এমন ॥
সংসার শ্মশানে ভাসান, পতির বুকে চাপান পাষাণ,
কলঙ্ক-নিশান তুলে মদনে মগন ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ ফিক্ ক'রে হাসি—
ধিক্ আঁখি ঠেরে প্রাণাধিকে ফাঁসি,
ছি ছি ধিক্ ওলো সর্ব্বনাশী,
তোর কালো কেশরাশী,
ধিক্ মমতাতে-মাখা মধু সম্বোধন ;—
বলিহারি ওলো নারী তোর ভোলান বচন ॥

ভাল সাপেই সাপের বিষ তোলে, আমিও তো জাতফণী দেখি [ঠা]কুমণির যাদু ভাঙ্গতে পারি কিনা ? বুঝেছিলুম একটা কারখানা [হ]বেই—তাই মোহিনী মন্ত্র পড়্‌বার আগেই স'রে পড়েছিলুম। এ [রা]জা মস্ত রাজা—পুরুষ বটে, যেমন তেজ তেম্‌নি বুদ্ধি, তবু কিন্তু [আ]মি জাতের রীত ছাড়িনে। একটু ফণা ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে বুড়ো উজীরের প্রাণটা টলাতে হোয়েছে, নইলে চট ক'রে এমন সখের রাঁধুনীঠাকরুণ হোতে পাত্তুমনা। আচ্ছা পুরুষগুলো কি ?

সকলেই যে বোকা এমন কিছু কথা নয়, সব বোঝে—তবু জেনেশুনে মজে। অপরাধই বা কি? এই চোখ দুটীতে যে প্রদীপ জ্বলে,—পতঙ্গ বৈত নয়, কতক্ষণ থাক্‌বে। রাজার উজীর—বুদ্ধিতে এই রাজ্যখানা চল্‌ছে, তবু বুড়ো মিন্সে ফস্ বুঝে গেল যে আমার এই ছেয়ালো ছোয়ালো ছাব্বিশের প্রাণটা তাঁর জন্যে পাগল হোয়েছে।

(প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

প্রেম। এই যে আমার শশীমুখী—তুমি পথে?

সোণা। হারিয়ে তোমার মনোরথ, সার ক'রেছি শেষে পথ
হব কার পদানত ভাবছি এখন তাই,
দেখ্‌ছি বিধি সুখের নিধি ভাগ্যে রাখে নাই।

প্রেম। আমার ময়না নাচে গহনা প'রে তাই তাই তাই।
প্রাণে আমার হামাগুড়ি হাম্‌গুড়াগুড় যাই॥

সোণা। উজীর সাহেব তুমি বেশ সুপুরুষ।

প্রেম। হাঁ?

সোণা। তোমার গিন্নী গলায় দড়ি দিয়েছেন?

প্রেম। সেকি—কেন?

সোণা। অমন স্বোয়ামী রেখে গঙ্গা পাওয়া একটা আধিক্যেতার [illegible]—তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম।

প্রেম। তা—তা—তুমি যখন আমার উপর কৃপা ক'রেছ তখন তার একপ্রকার মরাই হোয়েছে।

সোণা। আচ্ছা উজীর সাহেব তুমিতো বলছো আমার জন্যে প্রাণ দিতে পার।

প্রেম। তা পারি—এখনি পারি।

সোণা। আচ্ছা তাতো পার—টাকা কড়ি কি রকম দিতে পার বল দেখি ?

উজী। প্রিয়ে ভেঙ্গে দিলে—একেবারে ভেঙ্গে দিলে—প্রেমের অমন কবিতা একেবারে চূরমার ক'রে ভেঙ্গে দিলে ! সুবদনী প্রাণতোষিণী নয়নতারা দধিমুখী তোমায় যে আমি স্ত্রীভাবে দেখেছি, ঠিক আমার স্ত্রীর মতন থাকবে।

সোণা। কি—তোমার বাড়ী গিয়ে ?

প্রেম। না না তা নয়, তোমার বাড়ীতেই, তবে আমার স্ত্রীর মতন।

সোণা। মতন—ঠিক স্ত্রী নয় ?

উজী। তা কেন, লোকে তোমায় উজীরণী ব'লে ডাকবে, অমন গহনাগাঁটি হীরে মতি ঘাঘরা এঁটে আর সখী সেজে বেড়াবেনা ; বেশ মোটা কাপড়খানি প'রে হাতে সুধু দুগাছি রুলি দিয়ে গেরস্তর মতন থাকবে, আর নগদ মাসহারা মাসেমাসে তোমার নামে আমার খাতায় জমা হোতে থাকবে।

সোণা। উজীর সাহেবের মেজাজটা খুব আমীরি দেখছি ; তারপর তুমি ম'লে কি সহমরণে যাব নাকি ?

প্রেম। কাঠ মাগ্‌গী—কাঠ মাগ্‌গী—দুনোদুনি প'ড়ে যাবে, তা তুমি এক কর্ম্ম কর্ত্তে পার, জলে ঝাঁপ্ দিতে পার। তা সে সব পরের কথা পরে, এখন চল তোমার সঙ্গেই যাই।

সোণা। আচ্ছা উজীর সাহেব—

প্রেম। একশোবার উজীর সাহেব উজীর সাহেব কি ? সে যখন চাকর থাকবে তখন ব'লো, এখন বল দোস্ত ইয়ার প্রাণনাথ সেঁইয়া।

সোণা। আমি অত পার্সি আর্‌বী ব’লতে পার্ব্বোনা, হয় ব’লবো উজীর সাহেব—নয় পোড়ারমুখো ড্যাকরা হাড়হাবাতে বুড়োমড়া।

প্রেম। হাঁ হাঁ হাঁ তাতে একটু আত্মীয়তা হয় বটে; তবে কথাগুলো ব্যাভারে ব্যাভারে কিছু অশ্লীল দাঁড়িয়েছে, একটু শুদ্ধ ক’রে ব’লতে পার, দগ্ধবদন অস্থিদরিদ্র বৃদ্ধশব—

সোণা। আচ্ছা তাই হবে, কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা করি আমি রাজার বাড়ীর রাঁধুনী হোয়েছি রাজা নিজে আমার হাতে খাবেন, রাণীও খাবেন; আর আপনি উজীর হোয়ে আমায় নষ্ট কর্ত্তে চাচ্ছেন?

প্রেম। ও সকালবেলা একটা ডুব দিয়ে হাঁড়ী চড়িয়ে দেবে তাতে দোষ নেই, অমন রাঁধুনী এখন ঘর ঘর চলেছে।

সোণা। আচ্ছা এসব তখন ফের বোঝা যাবে, এখন আমার যা কাজ আছে রাজাকে রাজী করিয়ে সেটা ক’রে দেবেতো?

প্রেম। দেখ চাওয়াচাওয়িগুলো ছেড়ে দাও, নেওয়াদেওয়া থাকলে কি প্রেম হয়!

সোণা। তুমি দিয়ে থুয়ে দেখদেখি, তখন আমার প্রেম হয় কি না হয় বুঝতে পার্ব্বে। কিছু পেলে আমার প্রেম একেবারে উথলে ওঠে—

টাকায় বসন্তের হাওয়া বয়, মোহরে কোকিল কুহরে,
আর যদি দাও বাড়ীঘর,
তা হোলে একেবারে এ হৃদয় জরজর।
তখন ঐ বুড়ো নয়নের চাউনি,
প্রাণে বাঁধবে বাউনি।

মোদ্দাত একান্তই পয়সা কড়ি তুলে দিতে যদি তোমার বুকের পাঁজরায় ঘা পড়ে তা আমার কাজ নেই, কিন্তু যে কথা বলেছি—সেই একজনকে জব্দ কর্ব্বার কথা, তা রাজাকে দে আমায় ক'রে দিতেই হবে।

(নেপথ্যে তিনকড়ি)— (গীত)

"আরে তুম তেরে নানা তুম তেরে নানা"

প্রেম। স'রে যাও স'রে যাও কে এদিকে আসছে।

সোণা। সেকি প্রিয়তম দগ্ধবদন, আমি যে তোমার স্ত্রীর মতন, আমার সঙ্গে কথা কইতে তোমার লজ্জা কি।

প্রেম। মান সম্ভ্রম ইজ্জত,—দরবারে গোল হবে; সর সর, নইলে আমি পালাই। (পলায়নোদ্যম)

সোণা। আমায় ছেড়ে পালাও কোথায় প্রাণের বৃদ্ধশব? (হস্তধারণ) এতে দোষ কি? স্ত্রীর মতন হলুম আমি—এই যে বলছিলে।

প্রেম। আরে ছাড় ছাড়, দেখলেই দোষ, আমাদের ভদ্রতন্ত্রের বচনই হচ্ছে—

ব্যভিচার কদাচার—কিছু ক'রোনা বাকী।
যদি দিতে পার লুকিয়ে রেখে লোকের চোখে ফাঁকি॥
আমি পালাই পালাই এর পর দেখা কর্ব্বো।

[দ্রুত প্রস্থান।

সোণা। ঐ ধর্ ধর্ ধর্ ধর্।
লাফে লাফে পালায় আমার ভদ্র প্রাণেশ্বর॥

(গীত গাহিতে গাহিতে তিনকড়ীর প্রবেশ)

রম্‌জানি তোর বদনখানি দেখেছিলুম ভোরে।
ফেরে ফারে গিরে নসিব খুল্লো আখেরে ॥
বিবি তুই মোর বদ্‌না বাটী
জালের কাঁটা,—
হাড় মাটি তোর লয়ান জোরে ॥
রম্‌জানি তোর বদনখানি দেখেছিলুম ভোরে ॥
(তোর) ময়ান দেওয়া বয়ানখানি বড় ভালবাসি,
(আমার) রোজার শশী দেখনহাসি ওলো রূপসী,
একমরণে মর্ব্বো দুজন গাড়বে পেড়ে একগোরে ॥

সোণা। ওহে জেলের ছেলে আজ পুকুরে কি মাছ পেলে ?
দেখছি যে ভারি ফুর্ত্তি, মনে উঠেছে কার মূর্ত্তি ?

তিন। পুইসা কোথা পাব বিবি যে ফুর্ত্তি কর্ব্বো। আর মূর্ত্তির কথা যা বলছিলে তাকি জান, ঘরে একটা আছে সেকেলে রকম, তেমন নয়—এই তোমার কিনা আপনকার বুঝলে বিবি—ঐ পায়ের মেতিপাতার যুগ্যিও নয়; বিবি বিবি তোমার কি চেহারা !

সোণা। বাঃ তুমি জাল ফেলে শুধু মাছ ধরনা, আর কিছু ধর্ব্বারও চেষ্টা আছে, বেশ রসিকও দেখছি।

তিন। এই এই হামেসা জলে থাকি কিনা, তাই শরীলটে একটু রোসে উঠেছে; বিবিদের সঙ্গে আমি খুব রসের কথা কইতে পারি।

সোণা। বটে।

তিন। হাঁ, বিবি আজ কি দিয়ে পান্তাভাত খেলে ?

সোণা। এখনও কিছু খাইনে,—আজ যে তোমাদের বাড়ী মাকাল পূজোর নেমন্তন্ন।

তিন। (সহাস্যে ; বেশ বলেছ—খুব জবাব দিয়েছ ; তা দেখ বিবি, অতদূর কষ্ট পেয়ে আর আগমন কর্ব্বে, টাকাটা আমার হাতেই দাও আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

সোণা। টাকা কিসের ?

তিন। ঐ পেন্নামির,—তাই দিতেইতো নেমন্তন্ন যাওয়া।

সোণা। বেশ বেশ, তোমার বড়মানুষি চালটালও অভ্যাস আছে দেখছি যে।

তিন। এই রোজ রুইমাছ ধরি কিনা—তাই মেজাজ গরমে গেছে।

সোণা। বটে !—আজ কি মাছ ধল্লে ?

তিন। আজকে ?—সে কথা আর পুছ ক'রোনা বিবি পুছ ক'রোনা—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হাস্য—রাজার বাড়ী নজর দেব, বেচবোনা—বকসিস পাব। সে মাছ যদি তুমি দেখ, তোমারও বিবি মাছ হোতে ইচ্ছে যাবে। ওঃ তা যদি হও, তা হোলে তোমার ঐ সোণার অঙ্গ হেলিয়ে জলে কিল বিল কত্তে থাকে, আর আমি অমনি গুড়ি মেরেমেরে গিয়ে ঝপাং ক'রে পোলো চাপা দিই।

সোণা। তা তখন দিও, এখন কি মাছটা পেলে আমায় দেখাওনা।

তিন। দেখবে দেখো, যেন রং দেখে পাশ কাটিওনা। এই,—ক্যা মাছ ক্যা মাছ ! ইয়া লাল ইয়া নীল ইয়া সবুজ ইয়া গোলাপী জরদ—বাহবা—বাহবা—

সোণা। কি আশ্চর্য্য কি চমৎকার! এমন মাছতো কখনও দেখিনে; এ মাছ বেচবে—কত নেবে?

তিন। ইস একেবারে হেসে যে আটখানা—ছবুড়ি ছত্রিশ পাটী যে বের ক'রে ফেল্লে।

সোণা। এই বুঝি আমার চেহারাটেহারা সব গেল? দুটো মাছ চেয়েছি আর চ'টেছ—তবু দাম দেব।

তিন। দাম কেন?—তুমি দম্ দিয়েও নিতে পার। রোসো—মাছ নিয়ে কি কর্ব্বে? এগুলি রাজার হুজুরে নজর দিয়ে যা পাব তাতে শুধু তোমার কেন—তোমার কে কে আছে বল সব্বারই মাসহারা বরাদ্দ ক'রে দিতে পার্ব্বো।

সোণা। রাজাকে মাছ নজর দেবে—তা আমার সঙ্গে এস।

তিন। তোমার সঙ্গে?—সেকি! রাজা কি তোমার ওখানে?

সোণা। আরে দুর, আমি রাজার বাড়ীর রাঁধুনী।

তিন। অ্যাঁ অ্যাঁ বটে বটে বটে তাতো বলনি,—তাইতো তোমার গায়ে একটু ডালচিনি এলাচের গন্ধ বেরুচ্চে বটে, তা চল চল দেখ,—

যদি দিইয়ে দাও বেশী টাকা।
তুমিও যাবেনা ফাঁকা।

(গীত)

মাছ বেচে আজ পাব লাখ টাকা।
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ বাড়্বে ঝাঁজ,
মেজাজ হবে ইয়া বাঁকা (ইয়া বাঁকা ॥)

তখন যখন ব’স্‌বো হেলে, কে সুধায় আর কার ছেলে,
তেনা জেলে—T. C. Zalay, সইটিতো ইংরিজি ছাঁকা ॥
গরীব ইয়ার্ ডোণ্ট্ কেয়ার, মজ্‌লিসেতে পাব চেয়ার,
সমার সাহেব কাট্‌বে হেয়ার্ ভাগ্‌নে টান্‌বে পাখা ॥
পম্প ধর্ব্বো ছেড়ে নাগরা, বিবি পর্ব্বে ঘুরিয়ে ঘাঘরা,
কুক্ কেল্‌ভি গড়্‌বে ব্রেস্‌লেট্ ঘুচিয়ে তানার হাতের শাঁখা।
হেঁইও পইস্ হাঁক্‌বে সইস্ কোসে তেনা জুড়ি হাঁকা ॥
শ্যাম্পেনেতে রাঙ্গা আঁখি, বাঙ্গালা কি আর কব নাকি ?
হাঁকাহাঁকি ছোটলোকি ঘণ্টা টিপে চাকর ডাকা ॥
দরোয়ানেরে দিব শিক্ষা, পাওনাদারে গলা ধাক্কা,
পাক্কা বনেদি চাল ভিতর যত ফাঁকা ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

রন্ধন-শালা।

(সোণালী।)

সোণা। (মাছ ভাজিতে ভাজিতে)—

(গীত)

রাজার বাড়ীর ভাত রাঁধা বড় শক্ত কারখানা।
এতে চালাকি চাই চৌদ্দ গণ্ডা বুদ্ধি দুআনা ॥
রাজা খাবেন দাদ্‌খানি, ভেট্‌কীমাছের আধখানি,
নেজাখানি পাবেন রাণী, গুঁড়ো গাঁড়া “রাজছানা” ॥

রাজার ভাগনে ভাইপো নাতি, জামাই শালা জ্ঞাতি,
চিংড়ী খেয়ে তিংড়ে উঠে ফোলাবেন ছাতি,
(তাঁদের) দুধের বাটি মানা॥
যার হাতে টাকার তোড়া, তার পাতে ডিমের জোড়া,
(অন্যে) শাকের গোড়া বেগুন পোড়া, মাসকলায়ের দানা॥

(দেওয়াল ফাটিয়া অপ্সরীর প্রবেশ)

অপ্সরী। মাছ—মাছ—মাছ, কে দিয়েছে এমন বরণ কে দিয়েছে ছাঁচ?

ছেড়ে যাস্‌তো যাব ছেড়ে,
নেব বরণ ধরণ কেড়ে;
তাই বলি যা তেড়ে উড়ে।

(মৎস্য অদৃশ্য, পাকপাত্র উল্টাইয়া দিয়া অপ্সরীর অন্তর্ধ্যান)

সোণা। মাগো মা আজকে আবার
বুঝি কাজ কল্লে কাবার;
সেবার ছিল দৈত্যি দানা—এবার এল পরী!
তেলের কড়া উঠলো জ্বলে,
মাছ গেল আকাশে চলে,
এখন রাম ডাকি কি রহিম ডাকি
মূর্চ্ছা যাই কি মরি॥

ওমা মাগো আমি এ কি কল্লুম, কোথায় এলুম? কড়া থেকে লাফিয়ে উনুনে পড়লুম, যাদুর রাজ্যি ছেড়ে ভূতের রাজ্যিতে এলুম। কালও অমনি কড়ায় মাছ চড়িয়েছি আর কোত্থেকে একটা তাল-

যাদুকর

গাছ পানা ভূত এল, কড়ার তেল
আকাশে উড়ে।

আমার দাঁতে দাঁতে দাঁতি, ধড়াস্ ঃ
তবু রাজার পেত্যয় নাই, বদ্দি বলে
ওমা ঐ যে দাড়ী দুলিয়ে উজীর মুখপোড়া ও
তোরে চিনি আয় তুই
আছে বেশ ঠাণ্ডা ভূঁই
আগে মুড়ি দিয়েতো শুই।

(প্রেমচাঁদের প্রবেশ)

প্রেম। বাহবা বাহবা ছুঁড়ি,
মাছ ফেলে দিয়েছ মুড়ি।
সকের মস্‌লি গেলে জ্বলে,
ভাজবে তোরে তার বদলে।

সোণা। আজ দৈত্যি নয়, সত্যি সত্যি পেত্নী দেখা দিলে।
ভাগ্যে ছিল হাতে নোওয়া, নয় ফেলতো গিলে ॥

প্রেম। রাত জেগে রাজার কাজে দিয়েছিলে ঢিলে।
ভূত ছাড়াবে চাঁড়াল এসে চড় চাপড় আর কিলে ॥

সোণা। ওগো ভাজামাছ উল্টে দিতে,
পেত্নী দেখা দিলে ভিতে ;
মূর্ত্তি দেখে ফুর্ত্তি হারা ঝাপটে এসে ধল্লে ত্বরা,
উচ্চবাচ্য ঘুচে গেল, মূর্চ্ছা গেলুম ধড়াস্।

প্রেম। সরকারী জল্লাদ দেবে কোসে গলায় ফাঁস্।

সোণা। এসো এবার প্রেম জানাতে মুখে দেব পাঁশ।
আর দাড়ী ধরে দুটী গালে ঠাস্ ঠাস্ ঠাস্ ॥

.ল্লে হবে কি, রাজা আপনি আসছেন

.ন্‌তে গেছে ধরে। ভূতের কথায় প্রত্যয়

তখন কি হবে? এতদিন রাজবাড়ীতে ভূত

ন না আসতে আসতেই ভূত এল—দৈত্যি এল

া এল।

আমাদের রাজাকেতো চেনোনা;

এ ভূত পেত্নী মানেনা।

হাল্‌কা রাশ নয়তো গো রাজার,

এর কাছে ভেল্কী চলা ভার॥

সোণা। তা বেশ আমার ফাঁসী দিক আমি মরে যাই তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুসি হোয়ে দেখ। তোমার কি—তুমি বড়লোক রাজার উজীর—পুঁজীর অভাব নেই—সুজীর পায়েস খাও।

প্রেম। এই মারকুলি খাবার পর থেকে তুমি জানলে কেমন ক'রে জানলে কেমন ক'রে।

সোণা। ওগো তা দাঁত দেখেই বুঝেছি; আমি কি আর রসিক লোক দেখলে চিন্‌তে পারিনে, মার পেট থেকে পড়ে অবধি প্রেম ক'রে আসছো; পীরিত এখন গায়ে চাকা চাকা হোয়ে ফুটে বেরিয়েছে তাকি দেখতে পাচ্ছিনে; তা বেশ জন্ম জন্ম প্রেম কর মারকুলি খাও সালসা খাও, আমার জন্যে তোমার প্রাণ কাঁদবে কেন? এই যে কথায় বলে—"মেয়েমানুষ যদি ভালবাসে তা হোলেই তার সর্ব্বনাশ". আমার যে দেখছি তাই; তা বেশ ভাই বেশ, রূপ আছে চেহারা আছে বয়স আছে ভাবনা কি? মর্ব্বো যখন আশীর্ব্বাদ ক'ত্তে ক'ত্তে মর্ব্বো, আমার চেয়ে সহস্র গুণে রূপসী যেন তোমার প্রেয়সী হয়।

প্রেম। তা—তা—তোমার এমনই মনই বটে! তাকি জান, তোমার সঙ্গে এই দুদিন আলাপ, তোমার রূপটাই এখনও পর্য্যন্ত চোখে বড়ই লেগে রয়েছে; এর মধ্যেই তুমি মর্ব্বে সেটা আমার বরদাস্ত হবেনা।

সোণা। মনে কল্লুম রাজার উজীর, তাঁর নজরে পড়েছি আমার সুখের আর সীমানা থাকবেনা, তা কপাল কপাল! আহা আজ নিজের হাতে ফুল তুলে ভাল মালা গেঁথে রেখেছি, বড় সাধ ক'রেছিলুম একজনকে পরাবো।

প্রেম। কাকে—কাকে?

সোণা। সে আছে একজন,—আর নাম ক'রেই বা কি হবে? বিছানায় আতর মাখিয়ে রেখেছিলুম, চন্দন ঘসেছিলুম।

প্রেম। কার জন্যে—কার জন্যে? আমার জন্যেতো নয়?

সোণা। ঘরে ধূনো গঙ্গাজল দিয়েছিলুম।

প্রেম। তবে সেই তবে সেই—বুঝেছি তবে সেই।

সোণা। খাংরা গাছটা ভাল ক'রে ধুয়ে রেখেছিলুম।

প্রেম। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি—এই আমার জন্যে আমার জন্যে।

সোণা। এই আছে তার মস্ত বাড়ী।

প্রেম। ঐ চৌমাথায়, সে আমার—সে আমার।

সোণা। আর তার আছে তিনটে ঘোড়া ছ'খান গাড়ী।

প্রেম। আমার—আমার।

সোণা। আর মস্ত লম্বা দাড়ী।

প্রেম। এই আমার—আমার—আমার।

সোণা। আর সে বদমায়েসের ধাড়ি।

প্রেম। তা হোলেই আমি, আমি, আমি, আমি না হোয়ে যায়না।

সোণা। তা রাজা এসে আর হুকুম দেবে কেন, জল্লাদ এসে আর ফাঁসি দেবে কেন? এই আপনার বিউনীগাছটা আপনার গলায় দিয়ে তার সামনেই মরি। (গলদেশে বেণী বেষ্টন)

প্রেম। ছিছি ছিছি এমন কাজ ক'রোনা ক'রোনা; গলায় দড়ি দিয়ে ম'লে ভূত হয়; তুমি পেত্নী হবে—তখন কি জানি যদি আমায়ই পেয়ে ব'সো।

সোণা। তা পেলুমই বা! এইতো এখন আমায় পাবার জন্যে এত পায় ধরাধরি কচ্চো, আর তখন যদি আমি আপনিই এসে পেয়ে ব'সি সেতো তোমার পক্ষে ভালই হবে।

প্রেম। আরে বল কি—সে কি? ম'রে পাবে কি?

সোণা। কেন এই মানুষ রয়েছি—এত ভালবাসা—আর ম'রে গেলেই কি এত ভয়!

প্রেম। ও সব কথা বলোনা, ও সব কথা বলোনা, আমায় যার একেলা শুতে হয়, ছেলেপুলে হবার পরে থেকে গিন্নী আলাদা বিছানা ক'রেছেন।

সোণা। এইতো দেখছি বেশ ভূত মানো, তবে আমার কথায় পেত্যয় হচ্ছিল না কেন?

প্রেম। তারে মানি; রাত্রিতে মানি, অন্ধকারে মানি, একেলা মানি, তা ব'লে পাঁচজনের কাছে সভাসমাজের কাছে মানবো কেন?

সোণা। ওগো ভূত মেনোগো ভূত মেনো। ওগো বড্ড আছে, আমার এই কাঁচা বয়স আর আইবুড়ো পেয়ে ভূতে যে উপদ্রব করেগো তা তোমায় আর কি ব'লবো। শোন যদি তোমার কান্না আসবে। ওগো সে রকম রকম ভূতগো—

(গীত)

এই কাঁচা বয়েস দেখে ওগো নজর দেয় ভূতে।
কে যেন পাছে পাছে, ছম্ ছম্ করে গা,—
পারিনে একেলা শুতে ॥
নব যৌবন যবে ফোটে, কোথা থেকে কত ভূত জোটে,
ফেরে পাবার আশে, আশে পাশে আগু পিছুতে।
বেহ্মদৈত্যি লুকিয়ে দেখে, চ্যাংড়া ভূতে চিঠি লিখে,
আর গলায় দড়ে জ্বালায় বড়, আসে গুঁতুতে।
ভূতের ভিতর আছে বড়লোক,
এত বড় জীবখানা তার অতি ছোট চোখ,
গঙ্গাময়রা হার মেনে যায় সে যে যায়না কিছুতে।
আদুরে আব্দেরে পুত, বড় পেন্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে ভূত,
ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে কাছে আসে, চায় বিছানা ছুঁতে;
নাকে কথা কয়, পড়ে বোধোদয়, আমায় দেয়না ঘুমুতে ॥

উজীর। আর ব'লতে হবে না আর ব'লতে হবে না, থাম—আমি মেনে নিয়েছি। আজকাল তোমার আমার এক প্রাণ তো, যখন তুমি দেখেছ তখন আমারও দেখা হোয়েছে; রাজা এলেই ব'লবো এখন, আমিও ভূত দেখেছি; হ্যাঁ কটা ব'লবো? মেয়ে ভূত না পুরুষ ভূত—কি ব'লবো?

সোণা। বলো দাড়ীও আছে শাড়ীও পরে, এমন ভূত এখন অনেক আছে রাজা বুঝে নেবে এখন।

উজীর। তবে যাই, এখানে থেকে কাজ নেই। রাজা

আসছেন, আমরাও যাই চল; যেতে যেতে পথেই হয়তো দেখা হবে। কিন্তু বুঝেছো সোণালী—

সোণা। হুঁ হুঁ একশোবার কি মুখে ব'লতে হয়, আমি তোমার চোখের ভঙ্গীতেই আঁচ পেয়েছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বারাণ্ডার পথ।

রাজা ও পারিষদগণ।

রাজা। আজ স্বচক্ষে দেখতে হবে।

মুচ। আজ্ঞা হ্যাঁ, আর স্বকর্ণে শুনতে হবে।

মর্ক। স্বনাসিকায় সুঁকতে হবে।

সকলে। স্বজিহ্বায় চাক্‌তে হবে।

রাজা। আচ্ছা ভূত কি?

মর্ক। আজ্ঞে পেত্নীর পুরুষমানুষ।

রাজা। বলি তা নয়, ভূত কি আছে?

মুচ। আজ্ঞা ভূত আগে ছিল, এখন যা আছে তা বর্ত্তমান।

মর্ক। ঠিক ঠিক—ভূত যখন মর্ত্তমান, তখন উপস্থিত বর্ত্তমান।

(প্রেমচাঁদ ও সোণালীর প্রবেশ)

রাজা। এই যে উজীর,—তুমি যে এলে? একি রাঁধুনীও যে সঙ্গে, শুধু হাতে যে?

পারি। শুধু হাতে যে, শুধু হাতে যে?

মর্ক। আজ্ঞে নেহাত শুধু হাত নয়, বালা চুড়ি টুড়িতো রয়েছে।

রাজা। তা নয় মাছ ভাজা কৈ ?

মর্ক। ভাজা কৈ মাছ ?

প্রেম। মহারাজ আর ও কথায় কাজ নেই, চলুন সভায় চলুন ; আলো টালো আছে সেইখানেই ব'লবো।

রাজা। কি আজও কিছু হোয়েছে নাকি ? আবার কিছু দেখা দিয়েছিল ?

প্রেম। মহারাজ সে কথায় আর কাজ কি ? ভয়ঙ্কর ! ভয়ঙ্কর !! ঐ ঠাকরুণটীকে জিজ্ঞাসা করুন। কিলো বলনা।

সোণা। তুমিই বলনা—সে অদ্ভুতকাণ্ড—

প্রেম। বেয়াড়া প্রকাণ্ড—বলনা।

সোণা। চক্ষু ছুটো ভাণ্ড—বলনা।

প্রেম। ডাকে যেন ষণ্ড—বলনা।

সোণা। হাতে যমদণ্ড—বলনা।

রাজা। আর ব'লতে হবেনা,—এ বোধ হয়—

পারি। আজ্ঞে ঠিক ব'লেছেন—বোধ হয় বোধ হয়—

রাজা। আমার মনে হচ্ছে আর কিছু না—

পারি। আর কিছুনা আর কিছুনা—

রাজা। সেই পুকুরে কোনরূপ—

পারি। আজ্ঞে কোনরূপ—কোনরূপ—

রাজা। অথবা—

পারি। অথবা-থবা—

রাজা। আর তা না হয়তো—

পারি। তা না হয়তো—তা না হয়তো—

রাজা। কিন্তু—কিন্তু তা হোলে—

পারি। কিন্তু—কিন্তু তা হলে—

সোণা। মহারাজ আমি ব'লি কি—

পারি। তুমি কিছু ব'লোনা তুমি কিছু ব'লোনা, মহারাজ ব'লবেন—মহারাজ ব'লবেন।

রাজা। আহা না হয় মেয়ে মানুষের কথাটা শোননা।

পারি। সত্যিইতো মেয়ে মানুষের কথাটা শোননা।

রাজা। কি ব'লছিলে—বলগো?

সোণা। আজ্ঞে না আর কাজ নেই, আপনিই ব'লুন।

রাজা। আমি বলি—

পারি। রাজা বলেন—

রাজা। সেই জেলে বেটারই সব দোষ।

পারি। জেলে বেটারই দোষ।

রাজা। সে কি দিয়েছে?

পারি। সে কি দিয়েছে?

রাজা। ধ'রে লে আও শালাকো।

পারি। ধ'রে লে আও শালাকো।

রাজা। আরে ডাকনা।

পারি। আরে ডাকনা।

রাজা। কি গেরো!

পারি। কি গেরো!

(তিনকড়ীর প্রবেশ)

তিন। আর গিয়ে কাজ কি, আমি আপনি এসেছি।

পারি। মহারাজ জেলে এসেছেন।

রাজা। হুঁ হুঁ—বেটা হুঁ—

পারি। হুঁ হুঁ—বেটা হুঁ হুঁ হুঁ—

প্রেম। মহারাজ ওকে কি ব'লবেন বলুন।

রাজা। আরে দাঁড়াওনা হে, একটু মেজাজ গরম কর্ত্তে দাও।

পারি। গরম কর্ত্তে দাও।

রাজা। আরে আরে জেলে কুলাধম—

পারি। ধম্—ধম্—ধম্—

রাজা। পাষণ্ড পামর পাপীষ্ঠ বর্ব্বর।

পারি। বর্—র্-র্-র্-র্—

রাজা। বীভৎস এ মৎস্য তুই কাঁহাসে লে আয়া শালা?

পারি। শালা—

রাজা। বল ব'লছি—

তিন। মহারাজ—

পারি। চোপরাও চোপরাও—

রাজা। চুপ কল্লি যে?—কি ব'লছিলি বল।

তিন। আজ্ঞে ঐ তিন পাহাড়ের ভিতর—

পারি। চুপ চুপ চোঁপরাও—

রাজা। আবার হাঁ ক'রে রইলো—বল।

পারি। বল জলদী বল।

তিন। আজ্ঞে ব'লছিলুমতো—এঁরা যে—

পারি। চোপরাও—চোপরাও।

তিন। ভাল গেরো! ব'লতেও ব'লছে চোপরাওও কচ্ছে।

সোণা। তা কর্ব্বে ওটা রাজকায়দা, তুমি ব'লেও যাও চোপ চোপও শুনে যাও।

তিন। আজ্ঞে একটা দৈত্যির কথায় ঐ তিনপাহাড়ের মাঝে যে পুকুর আছে তাতে জাল ফেলেছিলুম।

পারি। এই আর কি—দোষ কবুল ক'রেছে, ফাঁসি হোক ফাঁসি হোক।

তিন। আজ্ঞে জাল ফেলেছিলুম।

পারি। বেটা মাছ ধর্ব্বি ধর বেটা জাল ফেল্লি কেন?

সোণা। ও রাত্রিতে মাছেদের ব'লে গেছলো যে বাসায় যেও, তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল তা যায়নি,—তাই জাল ফেলেছিল বুঝলে?

রাজা। এই দেখলে, মেয়ে মানুষের বুদ্ধি তোমাদের চেয়ে বেশী।

তিন। জাল গুটিয়ে দেখি—

পারি। দেখলেন হুজুর জাল গুটিয়ে দেখেছে; বেটা আ—

তিন। দেখি যে তার ভিতর লাল নীল সবুজ সব মাছ।

পারি। সর্ব্বনাশ!—সব মাছ—

সোণা। সে পুকুর কোথায় বল্লে?

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ বেটা পুকুর কোথায়—পুকুর কোথায়? নিয়ে আয় বেটা পুকুর নিয়ে আয়।

তিন। আজ্ঞে পুকুর যদি না আসেন, আপনি সেখানে গেলে হয় না।

পারি। রাজা যাবেন কি? এত বড় স্পর্দ্ধা! পুকুর আসবে পুকুর আসবে।

তিন। আজ্ঞে পুকুরকে আগমন ক'রি কেমন ক'রে, অত বড় বাটি কোথায় পাব।

রাজা। তাওতো বটে।

পারি। তাওতো বটে।

রাজা। তবে চল যাওয়া যাক।

সোণা। মহারাজ তাই চলুন, আমি এখন সব বুঝতে পেরিছি এ এক যাদুকরীর যাদু—আপনাকে বুঝিয়ে দেব, আমিও সঙ্গে যাই চলুন।

রাজা। যাবে বটে—গেলে দেখায়ও ভাল, কিন্তু পথে নারী বিবর্জ্জিতা।

পারি। ঠিক ঠিক তুমি বিবর্জ্জিতা হোয়ে চল—বিবর্জ্জিতা হোয়ে চল।

প্রেম। না না অমনি চল অমনি চল সেটা ভাল দেখাবে না।

রাজা। কিসে যাই ?

পারি। আজ্ঞে রথে।

রাজা। উঁহুঁ বড় হেঁচকানি লাগে।

পারি। তবে অশ্বে।

রাজা। উঁহুঁ বাজিনো শত হস্তেন।

পারি। তবে গজে গজে গজে—

রাজা। না—ফলং জলদা।

পারি। তবে ফুটেই চলুন।

রাজা। না—সে তিন পা গেলেই গজে দাঁড়াবে।

তিন। আমি বলি ওলাউঠায় চলুন—চট্ যাবেন।

পারি। বেশ বেশ মহারাজ ওলাউঠায় যাবেন ওলাউঠায় যাবেন।

রাজা। তবে প্রস্তুত হও।

পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ—ওলাউঠায় সাজ দে ওলাউঠায় সাজ দে।

[তিনকড়ী ও সোণালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(গীত)

সোণা।—

চল যাই সরোবরে সেই সরোবরে।

তিন।—আহা চল চল একটু রকম সকম ক'রে॥

সোণা।—দেখবো কেমন মায়ামীন, রঙ্গে রঙ্গিলা রঙ্গিন,

ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে সেথা জলে চরে॥

তিন।—দেখো নয়ন ভ'রে কালো ঝালর তুলে

দুটী নয়ন ভ'রে ;—

হেরিলে চঞ্চল আঁখি, পালাবে খঞ্জন পাখী,

জলে নীল কমল ফোটে, তারা না লাজে মরে লাজে মরে।

উভয়ে।— (মাছ) ধ'রবোনা দেখবো শুধু,

যদি গো মনে ধরে মনে ধরে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

রঙ্গ-পট।

অপ্সরীগণের নৃত্য ও বংশীবাদন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

(তড়িতার প্রবেশ)

তড়িতা।— (গীত)

যাদু জানি যাদু জানি আমি যাদুকরী।
যাদুর ঘোরে ঘুমায় যাদু কোথায় পোহায় বিভাবরী॥
ইন্দুমুখের ইন্দ্রজালে, মদন আগুন ধূ ধূ জ্বলে,
ত্বরিতে জড়িত জালে মোহিত মাধুরী হেরি।
যাদুমণি হারাধ্বনি, বলে আমি যাদুকরী॥
প্রেমতন্ত্রে শেখা মন্ত্র, স্বতন্ত্র নাই যাদু যন্ত্র ;
অন্তরে বাসিয়ে ভাল নাম কিনেছি বিষধরী।
দহিতে আহুতি দিতে নিজে জ্বালায় জ্বলে মরি॥

(শম্বরের শবের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) আহা প্রাণনাথ পড়ে আছ? এমন প্রগাঢ় ভালবাসা ভুলে একেবারে কালাপাহাড়ের মত অসাড় হোয়ে পড়ে আছ? কে কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছে দেখতে পাচ্ছ না? টেলিস্কোপে আকাশের তারা দেখে, মাইক্রস্‌কোপে ফটিকজলে পোকা দেখে, ষ্টেথেস্‌কোপে ডাক্তারেরা আর কটা কি পাওনা আছে বুঝে দেখে, হরস্‌কোপে ফাঁড়া দেখে, আর ইংরেজ মড়ারা এত স্কোপ্ ক'রেছে একটা মড়াস্কোপ কি ক'ত্তে পারেনা! ওহে দে মল্লিক কোম্পানী তোমাদের দোকানে কত

রকম বেরকমের চসমা আছে, তোমাদের সুন্দর চসমার গুণে কাণারও চক্ষু হয়, মড়াতে দেখতে পায় এমন চসমা নাই কেন ? আহা প্রেমিকার কত আবদার কেউ কি তা বোঝে না ? প্রেমময় ! মরেছ—মরেছ—মরেছ বেশ ক'রেছ, তা ব'লে দুটো প্রেমালাপ ক'ত্তেও কি নেই ? প্রেমিক লোকতো দিনে দুশোবার মরে, নয়ন বাণে মরে—নাচে মরে—গানে মরে—মাসকাবারে মরে—পূজোর সময় মরে—দেখলেও মরে—নাদেখলেও মরে—পত্র লিখে মরে—গহনা চাইলে মরে—প্রাণতো পকেট থেকে বের ক'রেই রেখেছে, কথায় কথায় দিচ্ছে—তবুতো তারা বাক্যি ছাড়েনা ? তুমি তবে এমন প্রেমিক হোয়ে মুখ বন্ধ ক'রে আছ কেন? আহা গুণমণির আমার কতগুণই ছিল, আহা কারও কি তেমন আছে ! আহা হৃদয়নিধি আমার দুপায়ে দাঁড়াতেন, আর দুখানি পা দেয়নি ব'লে কখন বিধাতার নিন্দে করেননি। কতলোকের ল্যাজ গজাল—ল্যাজের উপর ল্যাজ, একগুণ খসে দেড়গুণ গজায় ; হৃদয়ধন আমার মনে মনে হিংসে ক'ত্তেন, কিন্তু কখন মুখ ফুটে ব'লতেন না ! আহা কত মন্ত্র জানি কথা কওয়াতে পার্ব্বোনা ?—কওয়াব কওয়াব—

মাখিয়ে মোহিনী তেল তাজা রেখেছি লাস্।
খালি খোলখানি যে ডাঁটো আছে শুকিয়ে গেছে শাঁস ॥
ময়নাপাখীর কাছে আমি রাখছি মেনে ওল।
ছোঁয়াই মোহিনী ছড়ি ফুটুক যাদুর বোল ॥

শম্বর। (নেত্রোন্মীলন করিয়া) ওরে কেরে—কেরে ? গুমরুচ্ছিলুম ফুকরে দিলি কেরে ?

তড়িতা। ষাট্ ষাট্—ষেটের বাছা—ষষ্টির দাস—সোণা

আমার ডর পেয়ে ডুক্‌রে উঠেছে; দেখ দেখ শম্বর চেয়ে দেখ, তুমি কথা ক'য়েছ ব'লে আমার কত আনন্দ!

শম্বর। আর আনন্দে কাজ নেই, সেখানে আমায় নন্দরাম দেখাচ্ছে।

তড়িতা। সেখানে—কোথায়?—স্বর্গে? তুমি কি এখন স্বর্গে আছ?

শম্বর। আরে ছ্যা ছ্যা সেথায় কি মানুষে থাকে? সব ফাঁকা—যেন খাঁখাঁ কচ্ছে। দু একটা বামুনপণ্ডিতগোচের ভক্ত বিটেল আর গোটা পাঁচ ছয় হয় হবিষ্যি খাওয়া নয় শাঁখা হাতে মাগী আছে, আর যত অলপ্পেয়ে এখানে দানখয়রাত ক'রে দেউলে হোয়েছেন, তাঁরা পেটভাতায় পড়ে আছেন। এক দণ্ড সেখানে টেকা যায় না।

তড়িতা। বল কি?—তবে লোকে সেখানে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয় কেন?

শম্বর। ভুল—ভুল—বোকামী! জানতো পৃথিবীতে কতকগুলো ধর্ম্মের দালাল আছে তাদের দালালী ভোজকানিতে ভুলে মনে করে সেখানে বড় বুঝি সুখে থাকবে। আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ—না আছে একটা ডাংপিটেগোছের ডাক্তার, না আছে দুটো জবরদস্ত উকীল; একটা আদালত নেই যে দুটো মামলা করা যায়, একটা থিয়েটার নেই যে দুদণ্ড গিয়ে আমোদ ক'রে আসা যায়। একটা বাবুর মত বাবু নেই একটা সৌখীন মেয়ে মানুষ নেই; আর কত ব'লবো—এখানে যা যা মজার জিনিষ দেখছো তা কিছুই নেই। তা চুলোয় যাক—গরজ বুঝে ব্যবস্থা দেয় এমন একটা পুরুত পাওয়া যায় না।

তড়িতা। বটে বটে—তবে তুমি কোথায় আছ?

শম্বর। সেখানকার বাঙ্গালীটোলায়।

তড়িতা। সে কি নরক নাকি?

শম্বর। হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে তোমরা ঐ বল বটে, কিন্তু সেখানকার নাম সহরগুলজার। তার উপর নূতন মিউনিসিপ্যালিটী হোয়েছে সুখের আর শেষ নাই। দশ পা না চলতেচলতেই দুশো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা।

তড়িতা। তবেতো দেখছি বেশ সুখে আছ, কষ্ট কিছুই নেই।

শম্বর। হ্যাঁ এদিকে সব সুখ, কষ্টের মধ্যে কি জান একটু এই ক্ষুধাও মেটেনা পিপাসাও মেটেনা।

তড়িতা। আচ্ছা সেখানে প্রেম কেমন?

শম্বর। গলায় গলায়—তবে ঐ কোলাকুলি কর্ব্বার সময় একটু গোল।

তড়িতা। কেন?

শম্বর। সেই সমর আমিই বন্ধুর বুকে ছুরি বসাই, কি তিনিই আমার বুকে বসিয়ে দেন।

তড়িতা। আচ্ছা লোকজনের মেজাজ কেমন?

শম্বর। তা রাজারাজড়ার মত সদানন্দ, কিছুতেই গুজোর নেই; লোকের বাড়ীই পুড়ুক আর ছেলেই মরুক সব আপনার আমোদ নিয়ে আপনিই আছে।

তড়িতা। ছেলেপুলেরা কি করে?

শম্বর। বড়মানুষের ছেলেরা বাপের মরণ টাঁকে, আর গরীবের ছেলেরা রাতারাতি বড়মানুষ হবার চেষ্টা করে।

তড়িতা। স্ত্রীলোকেরা?

শম্বর। ওঃ তাঁরা!—তাঁরা সেখানে ইঞ্জিনিয়ার।

তড়িতা। কি রকম?

শম্বর। সবাই ঘর ভাঙ্গেন; তা কি আপনার—কি পাড়াপড়শীর।

তড়িতা। আর যখন কাজ না থাকে?

শম্বর। তখন হয় আর্শিতে মুখ দেখেন নয় হিষ্টিরিয়া হয়।

অবলা। (পর্দ্দার পশ্চাৎ হইতে) উঃ গেলুম গেলুম গেলুম, পাষাণী পাষাণ কল্লে তবু প্রাণে মাল্লে না।

শম্বর। কে ও—কে ও?

তড়িতা। শত্রু,—তোমার শত্রু—আমার শত্রু! যে তোমার বুকে ছুরি মেরেছে—আমার প্রাণে বিষ ঢেলেছে।

শম্বর। কে রাজা?

তড়িতা। হ্যাঁ—দেখবে কি দুর্দ্দশা ক'রেছি—দেখবে? দেখাচ্ছি দাঁড়াও; (পর্দ্দা উদ্‌ঘাটন) এই দেখ—

রাজ্যশ্মশান রাজা পাষাণ খালি আধখান।
উপরে আছে হাড়মাস, বুকের ভিতর প্রাণ॥

শম্বর। আহা হা কেন কল্লে? ভাল ক'রে দাও—ছেড়ে দাও।

তড়িতা। ঈস! এত দরদ কোথায় পেলে, নরক থেকে শিখে এলে নাকি? তবে সেখানে বুঝি মায়া মমতা আছে?

শম্বর। একটু,—তোমাদের এখানে ওপাট নেই, সেখানে কিছু আছে।

তড়িতা। তবে আমিতো সেখানে যাচ্ছিনে।

শম্বর। না, তোমায় তা যেতে হবে না, তোমার জন্য নূতন

মহল তোয়েরি হবে, আমি যোগাড় দেখে আসি ; অবিশ্বাসী স্ত্রী বোনেদ খুঁড়বে, ব্যভিচারী পতি খিলেন গাঁথবে, অকৃতজ্ঞ বন্ধুতে আর পুত্রেতে মিলে ছাদ পিটবে।

তড়িতা। ইস ! অনেক বড় কথা শিখে এসেছ যে ?—

শম্বর। সাদা কথার মনের ভাব ব'ল্লে সেখানে ভদ্রসমাজে যায়গা পাওয়া যায় না। সে যাক, রাজাকে—তোমার স্বামীকে ভাল ক'রে দাও।

তড়িতা। ভাল ক'রে দেববৈকি—খুব ভাল ক'রে দেব, যেমনই আমার সুখের পথে কাঁটা দিয়ে ভাল ক'রেছেন তেমনি ভাল কচ্ছি, আরও ভাল কর্ব্বো।

অবলা। এস, আর কেন ?—নিত্যকর্ম্ম সারো, সতী-লক্ষ্মী পতি-সেবায় মন দাও, চাবুকগাছটা হাতে নাও।

তড়িতা। সেতো হবেই, রোজ বিশ ঘা বরাদ্দ আছেই ; আগে তোমার বুকের ভিতর আগুনের শলা দিই ; দেখরে হতভাগা পতি দেখ, তোর চোখের উপরই কি করি দেখ ! আমার যে প্রাণের নায়ককে মেরেছিস, দেখ ফুলের চাঁদোয়া খাটিয়ে ফুলের বিছানা ক'রে তাতে শুইয়ে রেখেছি, তোর সামনেই তার গায়ে হাত দিচ্ছি আদর কচ্ছি ; কেমন ? জ্বলছে—বুকের ভিতর জ্বলছেতো ?—

অবলা। শুধু বুকের ভিতর কেন ?—স্বর্গের খাটালে খাটালে বাতি জ্বলছে, যেদিন তোমায় বিয়ে ক'রেছি সে দিন যে আমার বোশেখ মাসে জলসত্র দেওয়া হোয়েছে।

তড়িতা। বাতি জ্বলবেনা ?—নিজের হাতে ঝাড় টাঙ্গিয়েছ এখন আপসোস কল্লে কি হবে ? এত দেহের সুখ এত রঙ্গ ভঙ্গ আমায় শেখালে কে, তুমি না আর কেউ ? গুণধর ! আমি কুলস্ত্রী, কেন

আমায় সংসারের কাজ দেখতে দাওনি ? কেন দিবারাত্রি আমায় কেলিকুঞ্জে আটকে রাখতে ? কেন ধর্ম্ম শেখাওনি—প্রেম শেখাওনি ? নিত্য নূতন বিলাসের রসে কেন আমায় ভাসাতে ? কেন আমায় অঙ্গরাগ হাবভাব কত্তে বলতে ? বিলাসের দাস ! পশুপ্রবৃত্তির বশ হোয়ে কেন আমায় লালসায় ভাসাবার জন্যে লালায়িত হোতে ?

অবলা। আমি কি তোমায় ব্যভিচার কত্তে শিখিয়েছিলুম ?

তড়িতা। শিখিয়েছিলে কি !—স্বামী হোয়ে আমার প্রতি ব্যভিচারিণীর মতন ব্যাভার ক'রেছিলে।

অবলা। মিথ্যাকথা ! আমি কখন ব্যভিচারিণীর মুখ দেখিনে, পরস্ত্রী স্পর্শ করিনে।

তড়িতা। শতগুণে সে ভাল ছিল ; লম্পট ! লাম্পট্য প্রবৃত্তি কেন বারাঙ্গনার সঙ্গে মেটাওনি ? আমি কুলের কামিনী, আমায় কেন কুলটাবৃত্তি শিখিয়েছিলে ? তখনতো আমার লজ্জা ছিল ; অনঙ্গ অনুচর ! কোন রঙ্গে বিবাহিতা স্ত্রীর সে লজ্জা ভঙ্গ ক'রেছিলে ? এখন তা ভুলে যাচ্ছ কেন ? নিজের হাতে মদ ঢেলে আমায় খাই-য়েছ—নেশার ঝোঁকে ধেই ধেই নেচেছি ব'লে এখন আমায় মাতাল ব'লছো !

অবলা

তড়িত

অথচ লো

বুকে লুকি

পড়েছে।

আমায়তে

কুণ্ডের ভিতর ব'সে আমার দগ্ধ অঙ্গে প্রলেপ দিতে হবে।

অবলা। ছি ছি—একথা কেন আগে বলনি—আগে বোঝাওনি আগে সাবধান করনি?

তড়িতা। নেশা—মজা—স্বামীকে বশে রাখবার আয়াস! প্রথমে ভেবেছিলুম যা জ্বলছে তা ভাত রাঁধবার আগুন, ক্ষুধা শান্তির আয়োজন, কিন্তু অনেক কাঠ ঢেলেছিলে—বড় জোরে ফুঁদিয়ে ছিলে তাই ধূ ধূ জ্বল্লো। তোমার চিতা জ্বল্লো—আমারও চিত্ত জ্বলে উঠলো!

অবলা। মার মার—এস এস তোমার চাবুক মার।

তড়িতা। রোসো, তোমায় সামনেই তোমার গোলামের মুখ-চুম্বন করি।

শম্বর। না—না—

তড়িতা। বড় মজা হবে—ও দেখছে!

শম্বর। না—না, আর একজন দেখছে—ঐ সে! কপালে মস্ত চোখ জ্বলছে—ত্নুনিয়া দেখে!—আর ঐ সব পরী পরী—ওরা সব কি লিখে রাখছে।

তড়িতা। হতভাগা ... ! এ দুর্দ্দশা!

... ন বকছে;

... য়ছ, চাবু-

... —দেখ।

তড়িতা। এই তুই (প্রহার)।

অবলা। আঃ পারিতো কলঙ্ক ধুই।

তড়িতা। হ্যাঁ—এই যে তিন (প্রহার)।

অবলা। শোধ হোচ্ছে বিলাসের ঋণ।

তড়িতা। বটে ?—তারপর এই চার (প্রহার)।

অবলা। ছিঃ স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার !

তড়িতা। বুঝছোতো,—এইবার পাঁচ (প্রহার)।

অবলা। বীজ পুতেছি, গজালো গাছ।

তড়িতা। এই ছয় সাত আট নয় দশ।

শম্বর। বস্ বস্ বস্ বস্ গেলুম—ম'রে গেলুম—থাম থাম।

তড়িতা। (নিকটে যাইয়া) কি হোলো কি হোলো তোমার কি হোলো ?

শম্বর। ওরে মড়ার গায়ে খাঁড়ার ঘা ! আর না—আর না—কাকে মাচ্ছিস ?

তড়িতা। কেন ঐ হতভাগাকে।

শম্বর। নারে না, ও খাচ্ছে ঘা জ্বলছে আমার গা। রাজার পিঠে সপাৎ সপাৎ—আমার যেন বজ্রাঘাত। দে ওকে ছেড়ে দে, ভাল ক'রে দে, তা হোলে আমিও হয়তো ভাল হবো।

তড়িতা। ভাল যদি ক'রে দিই তারপর ওরে নিয়ে কি কর্ব্বো।

অবলা। ভাবনা নেই আমি আপনিই সরবো ; কুঞ্জ স্থাপন ক'রে গেলুম পাঁচজন অতিথের সেবা হোক, আমি মাধুখুরী মেগে বেড়াব।

তড়িতা। ওকে ভাল ক'রে দিলে তুমি বাঁচবে ? তা হোলে—রোসো আমি আসছি। [প্রস্থান।

অবলা। বলি ওহে আমার প্রিয়সীর সৌখিন পুরুষ, ও শম্বর।

শম্বর। কি আজ্ঞে কচ্ছেন প্রভু।

অবলা। বলি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো—ঠিক উত্তর দেবে ?

শম্বর। সেকি—দেবনা ? আপনি মনিব, বাপের সমান।

অবলা। আরে রাম রাম বাপটাপ আর ব'লোনা, রাণীতো সম্পর্ক বদলে নিয়েছেন, এখন তুমি আমার উপভাই।

শম্বর। সে অনুগ্রহ ক'রে যা বলেন।

প্রবলা। শুনেছিলুম তুমি মরেছিলে।

শম্বর। আজ্ঞে হাঁ—আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হোয়েছিল।

অবলা। বেশ বেশ—কিন্তু দেখলুম রাণীর সঙ্গেতো বেশ কথা-বার্ত্তা কইলে ?

শম্বর। তা কইলুম ;—আমার প্রেমে মরণ কিনা! তাতে বাক্যি বন্ধ হয় না।

অবলা। আমারতো এই দশা, রাণী তোমায় ভালবাসেন কেমন ?

শম্বর। আজ্ঞে ঐ একরকম, শাঁসে জলে গোছ।

(রাজা হরদমসিংহ, প্রেমচাঁদ ও পারিষদ্‌গণের প্রবেশ)

প্রেম। এই যে! মহারাজ দেখুন কি কারখানা, বিধকুটে ব্যাপার!—একি সং আজব ঢং চম্‌কে যায় যে পীলে।

হাত মুখ বুক মানুষেয় মত নাইয়ের নীচে শীলে॥

রাজা। অদ্ভুত অদ্ভুত—একি আকার!

পারি। কিম্ভূত কিমাকার।

রাজা। আচ্ছা, পা থেকে কোমর অবধি বেশ পাথরে গেঁথে

ফেলেছে, উপরটায় করেনি কেন? হ্যাঁহে মুচকুন্দরায় বল দেখি এর মানেটা কি?

মুচ। আজ্ঞা আমার আন্দাজ হয়, মিউনিসিপ্যালিটীকে ভা বাঁধবার দরখাস্ত ক'রেছে, এখনও পাশ পায়নি।

প্রেম। আরে না না, সামনের রাস্তা কম চওড়া, দোতালা মোটে মঞ্জুরই হয়নি।

রাজা। ঠিক ব'লেছ ঠিক ব'লেছ।

সকলে। ঠিক ব'লেছ ঠিক ব'লেছ।

রাজা। বলি ওহে—তুমি কি রাজপুত্র?

অবলা। আজ্ঞে আধখানা রকম।

রাজা। তোমার বড়কষ্ট—কেমন?

মুচ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা কচ্ছেন মহারাজ; ভদ্রসন্তানের পা গেছে আর জুতো পর্ব্বার যো নেই।

রাজা। দেখ সভাসদগণ।

সকলে। হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ।

অবলা। আপনাদের কোত্থেকে আগমন হোচ্ছে?

প্রেম। এই তোমায় সব দেখতে এসেছি।

অবলা। প্রেয়সী ঠাকরুণ রাজ্যের আয় বৃদ্ধি কচ্ছেন নাকি? আমায় দেখাবার জন্য কি টিকিট ক'রেছেন।

প্রেম। ইনি হচ্ছেন মহারাজা হরদমসিংহ বাহাদুর, তোমার পায়ে পাথুরী হোয়েছে শুনে দেখতে এসেছেন।

অবলা। বটে বটে আপ্যায়িত হোলুম, বসুন বসুন—কোথায় বা বসবেন, আপনাদের কি তামাক টামাক খাওয়া অভ্যাস আছে?

মুচ। আজ্ঞা হ্যাঁ, আর জলটল খাওয়াও অভ্যাস আছে।

অবলা। বেশ বেশ—তাইতো তামাক দেয় কে ? ওরে ওরে !

মুচ। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ডাকৃতে থাকুন,—সত্যি সত্যি তামাক নাইবা দিলে ; মাঝে মাঝে “তামাক দেরে তামাক দেরে” ব’লে হাঁক পাড়ুন তা হোলেই যথেষ্ট খাতির হবে। আমাদের সভায়, ঐ বন্দোবস্ত।

পারি। আমীরি কায়দাই এই—আমীরি কায়দাই এই।

রাজা। আপনার এ ব্যায়রামটা কি তা ধার্য্য হোয়েছে কি ?

অবলা। আজ্ঞে হ্যাঁ—কবিরাজ একে বলেন বনিতাবিকার, আর ডাক্তারে বলেন প্লেগ।

রাজা। পেলেগ্! কোমর অবধি পাথর—আপনার পেলেগ্ কোথায় ?

অবলা। আজ্ঞা বিউবণিক নয়—ম্যাট্রিমণিক প্লেগ।

মুচ। তা হোতে পারে, আমার সম্বন্ধীর দাদ হোয়েছিল তা হারাধন ডাক্তার বল্লে ওটাকে এখন চুলকণিক পেলেগ্ বল্‌তে হবে।

রাজা। বেশ বেশ, আর আপনি বড় লোক—রাজপুত্র, আপনার নবজ্বর সর্দ্দি এ রকম ইতুরে ব্যায়রাম হোতেই পারে না ; এ লোককে বলতে কইতে ভাল,—পেলেগ্ হোয়েছে ! হঠাৎ কথাটা মনে না পড়ে, টাইফুনফিবার হোয়েছে ব’লে ফেলবেন। তা এখন চিকিৎসার কোন কিছু ব্যবস্থা হোয়েছে ?

অবলা। হ্যাঁ, কব্‌রেজ মশায় কামিনীকটাক্ষকটাহ তৈল প্রস্তুত কর্ব্বার জন্য সাড়ে সাত ট্যকা নিয়ে গেছেন, ইতি মধ্যে আমার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা ক’রে গেছেন।

পারি। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী !

প্রেম। আর রুগীর পরকালের প্রতি আগে দৃষ্টি !

রাজা। আর ডাক্তার কি বল্লেন ?

অবলা। তিনি উকীল ডাকতে বল্লেন।

রাজা। কেন ?

অবলা। উইল কর্ব্বার জন্যে।

রাজা। বাঃ বাঃ ডাক্তারে উকীলে এরূপ সদ্ভাব পরস্পরের সাহায্য জাতীয় উন্নতির সুন্দর লক্ষণ।

অবলা। আর তিনি কলম্বোয় হাওয়া খেতে যেতে বলেন।

রাজা। সে কোথায় ?

অবলা। লঙ্কায়।

রাজা। উত্তম স্থান উত্তম স্থান; বেশ—তা যাওয়া হোচ্ছেনা কেন ?

মুচ। পায়ে পাথর, ডিঙ্গুবেন কেমন ক'রে ?

পারি। তাওতো বটে তাওতো বটে।

অবলা। জাহাজে যাওয়া যায়, কিন্তু কাপ্তেন সাহেব ঠিক কত্তে পাচ্ছেন না আমার যাবার ভাড়াটা মালের হিসেবে ধর্ব্বেন কি মানুষের হিসেবে ধর্ব্বেন।

প্রেম। আমি বলি উনি মধুপুর যান। শুনেছি সেখানকার জল ভাল, পাথরও হজম হোয়ে যায়।

মুচ। তার চেয়ে এক কাজ আছে—কোথায়ই যেতে হয় না; আমরা রাজ-মোসাহেব, আমাদের ভিতরকার আওহালটা ওঁকে শুনিয়ে দিলেই হয় পাষাণ বিদীর্ণ হবে নয় গ'লে যাবে।

(সোণালীর প্রবেশ)

সোণা।— (গীত)

মুখ খানিতো বেশ।

আধখানি চাঁদ কপালখানি কাদম্বিনী কেশ॥

ঠোঁট দুখানি হাসি আঁকা, একটু যেন বিষাদ মাখা,
ভুরুদুটী পরিপাটী নাহি কুটিলতা লেশ ॥
কিন্তু কুলে কালি ছুঁলে, দংশে এসে ফণা তুলে,
কুলবতী কুল হারালে দুর্গতি অশেষ।
নয় নিরাপদ সেই যুবতীর পতির গলদেশ ॥

মর্ক। ইস্! গানটা শুনে যে উজীর সাহেবের দাড়ীতে তরঙ্গ উঠছে।

প্রেম। কি জান একে গান, তায় স্ত্রীলোকের গলা।

মর্ক। হ্যাঁ একটু টলাটলির কথা বটে।

মূচ। উজীর সাহেব কি গালে গোবর টোবর রেড়ির খোল টোল দেন নাকি?

প্রেম। কেন?

মুচ। তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম, ভাল সার না পেলে অমন লম্বা হয়ে গজাল কেমন ক'রে? নিদেন এক জোড়াও ভাল কম্বল তোয়েরি হোতে পারে।

মর্ক। না হে না, ও দাড়ী নিয়ে ঠাট্টা ক'রনা, উজীর সাহেব হিসেবী লোক, বুঝে স্থঝেই খেউরী হননা; ওঁকে দাহ কর্ব্বার সময় আর ধনচে লাগবে না, দাড়ীর আগুনেই চিতা ধ'রে যাবে।

প্রেম। থাম থাম—মরাটরার কথা কেন, আমি কি বুড়ো হোয়েছি? এখানে একজন মেয়েমানুষ রয়েছে, ওঁর সামনে যা তা ব'লোনা বলছি। হ্যাঁগো সোণালী, এখানে আর আমরা দাঁড়িয়ে কি কর্ব্বো? তোমাদের রাজা অবলাসিংহের ব্যায়রাম তো বড় শক্ত দেখছি, আমরা আর এর উপায় কি কর্ব্বো?

সোণা। উপায় আমি ক'রেছি, রাণীর বিছানার নীচে এই-খানা ছিল—এইটাই তাঁর যাদুর ছড়ী, আমি চুরি ক'রে এনেছি; মহারাজ যা মনে ক'রে এই ছড়ী ছোঁয়াবেন তাই হবে। নিন, আপনাদের মধ্যে যাঁর অমাবস্যায় জন্ম তিনি "যেমন ছিল তেমনি হোক" ব'লে রাজার গায়ে ছড়ীটে ছুঁইয়ে দিন।

মুচ। তবে উজীর সাহেব আপনিই ছড়ী গাছটা নিন।

প্রেম। কেন—আমার কি অমাবস্যায় জন্ম ?

মুচ। হ্যাঁ।

প্রেম। তুমি জানলে কেমন ক'রে ?

মুচ। পাকাচোর না হোলে কি রাজমন্ত্রীর কার্য্য কর্ত্তে পারে, আর অমাবস্যায় জন্ম না হোলেও পাকাচোর হয় না।

সোণা। হ্যাঁ মহারাজ! আমিও এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারি যে মন্ত্রীমশায় পাকাচোর।

রাজা। কেন ?—তোমার কিছু চুরি ক'রেছেন নাকি ?

সোণা। আজ্ঞা হ্যাঁ, আমার

প্রেম। সে কি !—কখন।

দড়ীর অভাব !

মর্ক। তাবৈকি—উজীর

য়েছে, তা পাকালে অমন বিশগা

সোণা। না মহারাজ সত্যি

দড়ীতে বাঁধা ছিল, মন্ত্রীমশায় সেটা চুরি ক'রেছেন, তাই আমার প্রাণটা ওঁর জন্য হাম্বা হাম্বা ক'রে বেড়াচ্ছে।

মর্ক। বটে আপনার এই কাজ, রসুন আমি উজীরণীকে ব'লে দিচ্ছি।

প্রেম। কি ব'লে দেবে?—বদমাইস লোক সব, যাও আমি থাকতে চাইনে এখানে। (গমনোদ্যত)

সোণা। (মন্ত্রীর দাড়ী ধরিয়া) আরে ছি উজীর সাহেব, এই বুঝি তুমি রসিক, একটা ঠাট্টা শুনেই চটে চল্লে? নাও এই ছড়ি গাছটী হাতে নাও, বল যে "কালাদানার হুকুম আগে যা যেমন ছিল শীগ্‌গির সব তেমনি হ" ব'লে রাজপুত্রের গায়ে একবার ছোঁওয়াও।

পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠোক ঠোক।

প্রেম। (ছড়ি লইয়া) "কালাদানার হুকুম, আগে যা যেমন ছিল, শীগ্‌গির সব তেমনি হ।" (যাদুযষ্টির দ্বারা ভূমি ও রাজাকে স্পর্শ, আকাশে নীল বিদ্যুৎ বিকাশ, বজ্র ও ঝটিকা শব্দ, এবং রাজপুত্রের পূর্ব্বকান্তি প্রাপ্তি।)

রাজা। বাঃ বাঃ চমৎকার! আশ্চর্য্য! কি যাদু!

সকলে। কি যাদু! কি যাদু!

দানে উত্থান)

ওঁরই প্রেমে মজে

ঐ মোহনরূপ ভ'জে এই জঞ্জালটা জঞ্জালেন।

প্রেম। হ্যাঁহে বাপু তোমার এই কাজ?

শম্বর। আজ্ঞে উজীর সাহেব আমি মাইনের চাকর, রাজার হুকুমে তাঁর জুতো ঝেড়েছি, আর রাণীর হুকুমে—

মর্ক। তাঁর ঘরে হাঁড়ী কেড়েছ, বেশ করেছ।

শম্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ বেয়াদবি করি কেমন ক'রে, আপনি ভদ্র-লোক বুঝে দেখুন।

অবলা। মহারাজ হরদম্‌সিং বাহাদুর! আপনার জন্য আমি প্রাণ পেলুম, আপনার জন্যই এই শ্মশান আবার রাজ্য হোলো।

রাজা। অবলাসিং তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন, তোমার দুঃখের অবসানে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হোয়েছি; কিন্তু যা কিছু শুভাশুভ ঘটনা হোলো,—সে আমার দ্বারা নয়, তোমার এই সোণালীর গুণে।

অবলা। হ্যাঁ সোণালী তোমার এত গুণ! এমন সুন্দর হৃদয়! আমি কি দিয়ে তোমায় পুরস্কৃত কর্ব্বো?

মর্ক। আজ্ঞে ওর একটী বিবাহ দিন; মন্ত্রীমশায় উপস্থিত আছেন, ওঁর উপস্থিত গৃহিণী শুনছি ভেক নেবেন।

মুচ। হাঃ হাঃ হাঃ বেড়ে ব'লেছ খুব রসিকতা ক'রেছ।

অবলা। আজ বড় আনন্দের দিন, বল সোণালী তুমি কি পুরস্কার চাও।

সোণা। আজ্ঞে আমিও ক্ষত্রিয় কন্যা।

অবলা। বটে বটে স্মরণ ছিলনা; বল কি পুরস্কার নেবে।

সোণা। মহারাজ ধার্ম্মিক, যুবাপুরুষ, স্বজাতীয়; কুমারীকে কি পুরস্কার দিতে পারেন, আপনিই বিবেচনা করুন।

অবলা। বুঝেছি, তোমার ন্যায় সুন্দরী ও গুণবতী হোলে সে ভাগ্যবান পুরুষ তাকে আপনার অঙ্কশোভিনী ক'ত্তে পারে। সোণালী! আজ থেকে তুমি এই রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী—আমার হৃদয়েশ্বরী।

পারি। উজীর সাহেব উলু দিন উলু দিন,—উলু—উলু।

প্রেম। এ কেমন হোলো এ কেমন হোলো!

সোণা। মন্ত্রীমশায় প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আপনি দুঃখ কর্ব্বেন না, এজন্মে আমি আপনাকে কখনই ভুলবোনা, আপনার সঙ্গে চিরকালই আমার সম্বন্ধ থাকৃবে। আজথেকে আমায় মাসী ব'লে ডাকতে পারেন।

সকলে। (হাস্য)

নেপথ্যে। (বিকট শব্দ, চীৎকার ও ক্রন্দন রব।)

(সত্রাসে তড়িতার প্রবেশ)

তড়িতা। রক্ষাকর রক্ষাকর, মহারাজ, হয় আমায় ক্ষমাকর, নয় আমায় মেরে ফেল, ভূতের উপদ্রব আর সহ্য হয় না।

রাজা। একি!—ইনিই রাণী নাকি?

সোণা। আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনিই রাণী তড়িতাসুন্দরী।

তড়িতা। মহারাজ যাদুর যষ্টি হারিয়েছে, এখন দৈত্য আমার উপর ভয়ানক উৎপাৎ কচ্ছে, এখন আপনি না রক্ষা কল্লে উপায় নাই।

প্রেম। ভূত পুষলেই তার হাতে মত্তে হয় আমি শুনেছি।

রাজা। অবলাসিং তুমি রাজা ও স্বামী, দোষীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাই তুমি।

অবলা। মহারাজবাহাদুর! বিবাহ ক'রেছি, একদিন আদরও ক'রেছি, ওর অপমানে আমার অপমান। সিংহাসন হোতে নির্ব্বাসন, নির্জ্জননিবাস, রাজরাণীর পক্ষে উহাই যথেষ্ট।

সকলে। বাঃ বাঃ—

সোণা। মহারাজ! প্রাণেশ্বর! আপনি নামে অবলাসিংহ,

কিন্তু আজ পুরুষসিংহের ব্যবহার দেখালেন। দাসীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্ব্বেন, স্ত্রীলোক ঠিক দর্পণের মতন, ভাল ক'রে রাখ্‌লে স্বচ্ছবক্ষে নিজের প্রতিবিম্ব পরিষ্কার দেখতে পাবেন; কিন্তু একটুতে ছড়্ লাগে, ভেঙ্গে যায়, এমন কি নিশ্বাসটার পর্য্যন্ত দাগ পড়ে। মহারাণী! সৌভাগ্যবলে আমি আপনার সতিনী হোলেও আপনার দাসী। আসুন, দুজনে একবার নারী-হৃদয়টা এঁদের বুঝিয়ে দি।

সোণা।— (গীত)	তড়িতা।—(গীত)
আমাদের রাখতে হয় সাবধানে	না হয় একটু এ দিক ও দিক।
পায়গো সুধারাশি ব্যাভার যেজানে	আর পুরুষ আপনি থাকে ঠিক॥
আমরা যুঁথি ফুলের হার	কিন্তু গলায় দিলে বারেবার
সৌরভ সুষমা আধার	জ্যোতিহারা পুতিগন্ধ তার।
আলতো আলতো তুলতে হয়	শুঁকতে নাই অধিক॥
আমরা খাঁটি দুধের বাটী	কিন্তু জ্বালে দিও ভাঁটি
অতি পুষ্টিকারী মিষ্টি পরিপাটি	নইলে আঁকলে সব মাটি
কল্লে ঘন মেরে আহা থেতে বেড়ে	হয়গো বলকাতে টনিক।
আমাদের ভালবাসা বেশ ভাল	তাতে হাতে পাই মাণিক
কিন্তু নাইটী দিলে মাথায় উঠি	নাচি ধিনতা ধিনিক্;
প্রেম আউটে রাখা তাইতো বটে	ন্যাওটো হওয়া ঘোর বাতিক॥

সপ্তম দৃশ্য।

রঙ্গপট।

বাদ্য ও নৃত্য।

পট পরিবর্ত্তন।

মানস সাগর।

অপ্সরীগণের গীত

ও

প্রমোদ-নৃত্য।

দিল্ ভর্‌কে খেল খেলো ভাই আবি বাজাও তালি।
ঠমকে আং হেলায়ে চল নাচি চলি॥
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ না না কাহেঙ্গে না বোলি।
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুনু-নু-নু বাজে পাঁয়জেব ঝল্‌মলি॥
আঁখিয়া ঝমক মারে, চমকে বিজলী॥

যবনিকা।

ভার

শিল্প-প্রদর্শনী হইতে

পদক প্রাপ্ত চিত্র-

শ্রীউপেন্দ্র

কর্ত্তৃ

নূতন, সুদৃশ্য ও সু

অক্ষর আমিই প্রথম আ

ধরণের অক্ষর ইতিপূর্ব্বে

নাই ; এবং সাইনবোর্ডে

তীয় রং সমুদয় আমিই এ

ইহা ভিন্ন চেহারা চি

শীল মোহর, চাপরাশ,

আমার নিকট প্রস্তুত হই

মফঃস্বলের অর্ডার প

সমাধা করিয়া নির্দ্ধারিত

থাকি।

মফঃস্বলবাসীগণের ইহা অপেক্ষা

কি হইতে পারে ?

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভ

৫৬ নং পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।